গৃহপ্রবেশ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস। ১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

গৃহপ্রবেশ

আশ্বিন, ১৩৩২

মূল্য—দশ আনা

প্রবাসী প্রেস—৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত
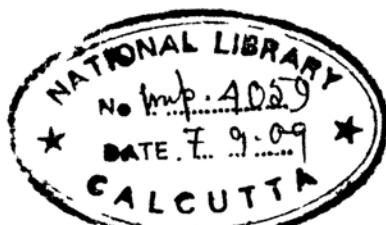
গৃহপ্রবেশ

প্রথম অঙ্ক

যতীনের পাশের ঘরে

প্রতিবেশিনী ও যতীনের বোন হিমি

প্রতিবেশিনী

যতীন আজ কেমন আছে, হিমি ?

হিমি

ভালো না, কায়েৎপিসি।

প্রতিবেশিনী

বলি, ক্ষিদেটা তো আছে এখনো ?

হিমি

না, একচামচ বালিও সইচে না।

প্রতিবেশিনী

আমি যা বলি, একবার দেখই না, বাছা। আমার ঠাকুরজামাইয়ের ঠিক ঐরকম হ'য়েছিলো। ঠাকুরের কৃপায় খেতে পারতো, ক্ষিধে ছিল বেশ, তাই রক্ষে। কিন্তু একটু পাশ ফিরতে গেলেই—যতীনেরও তো ঐরকম পাঁজরের ব্যথা—

হিমি

না, ওঁর তো কোনো ব্যথা নেই।

প্রতিবেশিনী

তা নাই রইলো। কিন্তু ঠাকুরজামাইও ঠিক এই-রকম কত মাস ধ'রে শয্যাগত ছিল। তাই বলি বাছা, ফরিদপুর থেকে আনিয়ে নে না সেই কপিলেশ্বর ঠাকুরের —যদি বলিস তো না হয় আমার ছেলে অতুলকে—

হিমি

তুমি একবার মাসিকে ব'লে দেখ তিনি যদি—

প্রতিবেশিনী

তোর মাসি। সে তো কানেই আনে না। সে কি কিছু মানে? যদি মানতো, তবে তা'র এমন দশা হয়? বলি হিমি, তোদের বউ তো যতীনের ঘরের দিক দিয়েও যায় না।

হিমি

না, না, মাঝে মাঝে তো—

প্রতিবেশিনী

আমার কাছে ঢেকে কি হবে বাছা? তোমরা যে বড়ো সাধ ক'রে এমন রূপসী মেয়ে ঘরে আন্‌লে—এখন দুঃখের দিনে তোমাদের পরী বউয়ের রূপ নিয়ে কি হবে বলো তো? এর চেয়ে যে কালো কুচ্ছিৎ—

হিমি

অমন ক'রে বোলো না কায়েৎপিসি। আমাদের বউ ছেলেমানুষ—

প্রতিবেশিনী

ওমা, ছেলেমানুষ বলিস কাকে? বয়েস ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিলো ব'লেই কি আমাদের চোখ নেই? অমন ছেলে যতীন, তা'র কপালে এমন—ঐ যে আসচে মণি। (মণির প্রবেশ) এস, বাছা, এস। ছাতে ছিলে বুঝি?

মণি

হাঁ।

প্রতিবেশিনী

শীলেদের বাড়ির বর বেরিয়েচে, তাই বুঝি দেখতে গিয়েছিলে? আহা ছেলেমানুষ দিনরাত রুগীর ঘরে কি—

মণি

আমার টবের গাছে জল দিতে গিয়েছিলুম।

প্রতিবেশিনী

ভালো কথা মনে করিয়ে দিলে। তোমার গোলাপের কলম আমাকে গোটাদুয়েক দিতে হবে। অতুলের ভারি গাছের সখ, ঠিক তোমার মতো।

মণি

তা দেবো।

প্রতিবেশিনী

আর, শোনো বাছা—তোমার গ্রামোফোন তো আজকাল আর ছোঁও না—যদি বলো তো ওটা না হয় নিজের খরচায় মেরামত করিয়ে—

মণি

তা নিয়ে যাও না।

প্রতিবেশিনী

তোমাদের বউয়ের হাত খুব দরাজ। হবে না কেন? কত বড়ো ঘরের মেয়ে। বড়ো লক্ষ্মী। ঐ আসচেন তোমাদের মাসি—আমি যাই। যতীনের দরজা আগলে ব'সেই আছেন। ব্যামোকে তো ঠেকাতে পারেন না, আমাদেরই ঠেকিয়ে রাখেন। [প্রস্থান

হিমি

কি খুঁজ্‌চ বউদিদি?

মণি

আমার কুকুরছানাকে দুধ খাওয়াবার সেই পিরিচটা।

রোগীর পাশের ঘরে ; মাসির প্রবেশ

মাসি

বউমা, তোমার পায়ের শব্দের জন্যে যতীন কান পেতে আছে তা জানো। এই সন্ধ্যের মুখে রুগীর ঘরে ঢুকে নিজের হাতে আলোটি জ্বেলে দাও, তা'র মন খুসি হোক।—কি হ'ল! বলি, কথার একটা জবাব দাও!

মণি

এখনি আমাদের—

মাসি

যেই আসুক না কেন, তোমাকে তো বেশিক্ষণ থাকতে বলচিনে। এই তা'র মকরধ্বজ খাবার সময় হ'লো। তোমার জন্যেই রেখে দিয়েছি। তুমি খল্‌টা নিয়ে ওর পাস্‌তলায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মধু দিয়ে মেড়ে দাও। তা'র পরে ওষুধটা খাওয়া হ'লেই চ'লে এসো।

মণি

আমি তো দুপুর বেলায় ওঁর ঘরে গিয়েছিলুম।

মাসি

তখন তো ও ঘুমিয়ে প'ড়েছিল।

মণি

সন্ধ্যের সময় ঐ ঘরে ঢুক্‌লে কেমন আমার ভয় করতে থাকে।—

মাসি

কেন তোর ভয় কিসের?

মণি

ঐ ঘরেই আমার শ্বশুরের মৃত্যু হ'য়েছিলো—সে আমা'রখুব মনে পড়ে।

মাসি

কেউ মরেনি, সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও এমন একটু জায়গা আছে?

মণি

বোলো না, মাসি, বোলো না, সত্যি বলচি, মরাকে আমি ভারি ভয় করি।

মাসি

আচ্ছা বাপু, দিনের বেলাতেই না হয় তুই আরেকটু ঘন ঘন—

মণি

আমি চেষ্টা ক'রেছি যেতে। কিন্তু আমার কেমন গা ছমছম করে। উনি আমার মুখের দিকে এমন একরকম ক'রে চান—চোখ-দুটো জলজ্বল করতে থাকে।

মাসি

তাতে ভয়ের কথাটা কী?

মণি

মনে হয় যেন উনি অনেক দূর থেকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন এ পৃথিবীতে না!

মাসি

আচ্ছা বাপু, বাইরে থেকেই না হয় এই পথ্যিটথ্যি-গুলো তৈরি ক'রে দে। তুই মনে ক'রে নিজের হাতে কিছু ক'রেছিস শুন্‌লে, সেও তবু কতকটা—

মণি

মাসি, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি দিন-রাত এইসব রোগের কাজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পার্‌ব না।

মাসি

একবার জিজ্ঞাসা করি, তুই নিজে যদি কখনো শক্ত ব্যামোয় পড়িস, তা হ'লে—

মণি

কখনো ত ব্যামো হয়েচে মনে পড়ে না। কোন্‌-নগরের বাগানে থাকতে একবার জ্বর হ'য়েছিল। মা আমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন। আমি লুকিয়ে পালিয়ে একটা পচা পুকুরে চান ক'রে এলুম। সবাই ভাবলে, ন্যুমোনিয়া হবে। কিছু হ'ল না। সেই দিনই জ্বর ছেড়ে গেল।

মাসি

তোদের বাড়িতে কারো কি কখনো বিপদ-আপদ কিছু ঘটেনি?

মণি

আমি তো কখনো দেখিনি। এই বাড়িতে এসে প্রথম মৃত্যু দেখলুম। কেবলি ইচ্ছে করচে, ছাড়া পাই, কোথাও চ'লে যাই। মালিসের গন্ধ পেলে, মনে হয় বাতাসকে যেন হাঁসপাতালের ভূতে পেয়েছে।

মাসি

তোর যদি এমনিই মেজাজ হয় তা হ'লে তোকে নিয়ে সংসার—

মণি

জানিনে। আমাকে তোমাদের বাগানের মালী ক'রে দাও না—সে আমি ঠিক পারব।

[দ্রুত প্রস্থান

হিমি

দেখ মাসি, বউদিদির এমন স্বভাব যে চেষ্টা ক'রেও রাগ করতে পারিনে! মনে হয় যেন বিধাতা ওর উপরে কোনো দায় দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাননি। ওর কাছে দুঃখকষ্টের কোনো মানেই নেই।

মাসি

ভগবান ওর বাইরের দিকটা বহু যত্নে গড়তে গিয়ে

ভিতরের দিকটা শেষ করবার এখনো সময় পাননি। তোর দাদার এই বাড়ির মতো আর কি! খুব ঘটা ক'রে আরম্ভ ক'রেছিল—বাইরের মহল শেষ হ'তে হ'তেই দেউলে—ভিতরের মহলের ভারা আর নাম্‌ল না। আজ ওকে কেবলি ভোলাতে হচ্চে। বাড়িটাকে নিয়েও, মণিকে নিয়েও।

হিমি

বুঝ্‌তে পারিনে, এটা কি আমাদের ভালো হচ্চে?

মাসি

কি জানিস, হিমি? মৃত্যু যখন সামনে, তখন ঘর তৈরি সারা হোক না হোক, কী এল গেল? তাই ওকে বলি, একান্তমনে সঙ্কল্প ক'রেছ যা, সেইটেই সম্পূর্ণ হ'য়েছে। হিমি, সেইটেই তো সত্য।

হিমি

বাড়িটা যেন তাই হ'ল। কিন্তু বউদিদি?

মাসি

হিমি, তোর বউদিদিকে যিনি সুন্দর ক'রেচেন, তাঁর সঙ্কল্পের মধ্যে ও সম্পূর্ণ। চিরদিনের যে-মণি, ভগবানের আপন বুকের ধন যে-মণি, সেই তো কৌস্তুভ-রত্ন, তা'র মধ্যে কোথাও কোনো খুঁৎ নেই। মৃত্যুকালে যতীন বিধাতার সেই মানসের মণিকেই দেখে যাক।

হিমি

মাসি তোমার কথা শুন্‌লে আমার মন আলোয় ভ'রে ওঠে।

মাসি

হিমি, আমি কেবল কথাই বলি, কিন্তু বউয়ের উপ'রে রাগ করতেও ছাড়িনে। সব বুঝি, তবু ক্ষমাও করতে পারিনে। কিন্তু হিমি, তুই যে ঐ বল্‌লি, তোর বউদিদির উপর রাগ করতে পারিসনে, তাতেই বুঝলুম, তুই যতীনেরই বোন বটে। যাই যতীনের কাছে।

[প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন

মাসি, তেতালার ঘরের সব পাথর বসানো হয়ে গেছে ?

মাসি

হাঁ কাল হয়ে গেছে সব।

যতীন

যাক, এতদিন পরে শেষ হয়ে গেল। আমার কত কালের ঘরবাঁধা সারা হ'ল, আমার কত দিনের স্বপ্ন।

মাসি

কতলোক দেখতে আসচে তোর এই বাড়িটা, যতীন।

যতীন

তারা বাইরে থেকে দেখচে, আমি ভিতরে থেকে যা দেখতে পাচ্ছি তা এখনো শেষ হয়নি। কোনোকালে শেষ হবে না। কল্পলোকের শেষ পাথরটি বসিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন্ শিল্পী বলেছে, এইবার আমার সাঙ্গ হ'ল? বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাও বলতে পারেননি, তাঁরও কাজ চলচে।

মাসি

যতীন, কিন্তু আর না বাবা, এইবার তুই একটু ঘুমো।

যতীন

না মাসি, আজ তুমি আমাকে সকাল সকাল ঘুমোতে বোলো না—

মাসি

কিন্তু ডাক্তার—

যতীন

থাক ডাক্তার। আজ আমার জগৎ তৈরি হয়ে গেল। আজ আমি ঘুমোবো না—আজ বাড়ির সব আলোগুলো জ্বেলে দাও, মাসি। মণি কোথায়? তাকে একবার—

মাসি

তাকে সেই তেতালার নতুন ঘরটায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়েছি।

যতীন

এ তোমার মাথায় কি ক'রে এল? ভারি চমৎকার। দরজার দুধারে মঙ্গল ঘট দিয়েচ?

মাসি

হাঁ, দিয়েচি বই কি।

যতীন

আর মেঝেতে পদ্মফুলের আলপনা?

মাসি

সে আর বলতে?

যতীন

একবার কোনো-রকম ক'বে ধরাধরি ক'রে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো না? একবার কেবল দেখে আসি, আমার মণি আপন তৈরী ঘরের মাঝখানটিতে ব'সে।

মাসি

না যতীন, সে কিছুতেই হ'তে পারে না, ডাক্তার ভারি রাগ করবে।

যতীন

আমি মনে মনে ছবিটা দেখতে পাচ্চি। কোন্ সাড়িটা পরেচে?

মাসি

সেই বিয়ের লাল সাড়িটা।

যতীন

আমার এই বাড়ির নাম কি হবে জানো, মাসি?

মাসি

কি বল্ তো।

যতীন

মণি-সৌধ।

মাসি

বেশ নামটি।

যতীন

তুমি এর সবটার মানে বুঝ্‌তে পারচ না, মাসি।

মাসি

না সবটা হয়তো পারচিনে।

যতীন

সৌধ বলতে কেবল বাড়ি বুঝ্‌লে চলবে না। ওর মধ্যে সুধা আছে—

মাসি

তা আছে, যতীন—এ তো কেবল টাকা দিয়ে তৈরি হয়নি—তোর মনের সুধা এ'তে ঢেলেছিস।

যতীন

তোমরা হয়তো শুন্‌লে হাসবে—

মাসি

না, হাস্‌ব কেন, যতীন ?—বল্‌, কি বল্‌ছিলি।

যতীন

আমি আজ বুঝ্‌তে পারচি, তাজমহল তৈরি ক'রে সাজাহান কী সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। সে সান্ত্বনা তাঁর মৃত্যুকেও অতিক্রম ক'রে আজ পর্য্যন্ত—

মাসি

আর কথা কোসনে যতীন—ঘুমোতে না চাস ঘুমোসনে, চুপ ক'রে একটু ভাব না হয়।

যতীন

মণি তা'র বিয়ের সেই লাল বেনারসি প'রেছে ! আজ তাকে একবার—

মাসি

ডাক্তার যে বারণ করে, যতীন—

যতীন

ডাক্তার ভাবে, পাছে আমার—

মাসি

তোমার জন্যে নয়, মণির জন্যেই—ওকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু ওর ভিতরটাতে—

যতীন

দুর্ব্বলতা আছে, ডাক্তার বললে বুঝি—

মাসি

সে আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি—

যতীন

আহা, বেচারা, তা হ'লে সাবধান হোয়ো—কাজ নেই, রুগীর ঘর থেকে দূরে দূরে থাকাই ভালো।

মাসি

ও তো আসতে পেলে বাঁচে, কিন্তু আমরা—

যতীন

না, না, কাজ নেই, কাজ নেই। মাসি, ঐ শেল্‌ফের উপর আলবামটা আছে দিতে পারো?

(আলবাম আনিয়া দিল)

তোমাকে তাজমহলের কথা বলছিলুম। এখন মনে হচ্চে, আমার যেন সেই সাজাহানের মতোই হ'ল,—আমি ক্ষীণ জীবনের এপারে—সে পূর্ণ জীবনের ওপারে—অনেক দূরে, আর তা'র নাগাল পাওয়া যায় না। যেমন সেই সম্রাটের মম্‌তাজ। তাকেই নিবেদন ক'রে দিলুম আমার এই বাড়িটি—আমার এই তাজমহল। এরই মধ্যে সে আছে, চিরকাল থাকবে, অথচ আমার চোখের কাছে সে নেই।

মাসি

ও যতীন, আর কেন কথা বলচিস? একবার একটু থাম—ঘুমের ওষুধটা এনে দিই।

যতীন

না, মাসি, না। আজ ঘুম নয়। আমি জেগে থেকে কিছু কিছু পাই—ঘুমের মধ্যে আরো সব হারিয়ে যায়। মাসি, তোমার কাছে কেবলি আমি মণির কথা বলি কিছু মনে করো না তো?

মাসি

কিছু না, যতীন। কত ভালো লাগে বলতে পারিনে। জানিস, কার কথা মনে পড়ে?

যতীন

কার কথা?

মাসি

তোর মায়ের। এম্‌নি ক'রে যে একদিন তারও মনের কথা আমাকে শুন্‌তে হ'ত। তোর বাবা তখন আমাদের বাড়িতে থেকে মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। তোর মায়ের সেদিনকার মনের কথা আমি ছাড়া বাড়িতে কেউ জান্‌ত না। বাবা যখন বিয়ের জন্যে অন্য পাত্র জুটিয়ে আনলেন, তখন আমিই তো তাঁকে—

যতীন

সে তোমারি কাছে শুনিচি। মাকে বুঝি দাদামশায় কিছুতেই পারলেন না, শেষ কালে বাবার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হ'ল। সেদিনের কথা কল্পনা করতে এত আনন্দ হয়।

মাসি

তোর মায়ের ভালোবাসা, সে যে তপস্যা ছিল। পাঁচ বৎসর ধ'রে তা'র হোমের আগুন জ্বল্‌লো, তা'র পরে সে বর পেলে। যতীন, তোর মধ্যে সেই আগুনই আমি দেখি, আর অবাক্ হ'য়ে ভাবি।

যতীন

মা তাঁর হোমের আগুন আমার রক্তের মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছেন—আমার তপস্যাতেও বর পাবো। কি জানি, মনে হচ্চে, মাসি, সেই বর পাবার সময় আমার খুব কাছে এসেচে। কোথায় ঐ বাঁশি বাজ্‌চে?

মাসি

বিয়ের সানাই। আজ যে বিয়ের লগ্ন।

যতীন

কি আশ্চর্য্য! আজই তো মণি লাল বেনারসি প'রেছে। জীবনে বিয়ের লগ্ন বারে বারে আসে। আজ আলো-গুলো সব জ্বালাতে ব'লে দাও না, মাসি। দেউড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে—

মাসি

চোখে বেশি আলো লাগলে ঘুমোতে পারবিনে যে, যতীন—

যতীন

কোনো ক্ষতি হবে না। জেগে থেকে ঘুমের চেয়ে

বেশি শাস্তি পাবো। জানো মাসি, মন্দির হ'লো সারা,—এখন হবে দেবীমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যে এতটা হ'তে পারবে, মনেও করিনি।

মাসি

আমি ঘরে থাকলে তোর কথা থামবে না। আমি যাই। ঘুমোতে না চাস, অন্তত চুপ ক'রে থাক।

যতীন

আচ্ছা, বাড়ির যে প্ল্যান ক'রেছিলুম সেইটে আমাকে দিয়ে যাও—আর আমার সেই খেলাঘরের বাক্সটা। খেলাঘর বলতে গিয়ে সেই গানটা মনে প'ড়ে গেল—হিমি, হিমি—'

মাসি

ব্যস্ত হোসনে যতীন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

হিমির প্রবেশ

হিমি

কী দাদা ?

যতীন

ঐ গানটা গা বোন—সেই যে খেলাঘর—

হিমি

(গান)

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি

মনের ভিতরে।

কত রাত তাই তো জেগেছি

ব'ল্‌বো কী তোরে।

পথে যে পথিক ডেকে যায়,

অবসর পাইনে আমি হায়,

বাহিরের খেলায় ডাকে যে

যাবো কি ক'রে ?

যাহাতে সবার অবহেলা,

যায় যা ছড়াছড়ি,

পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা,

তাই দিয়ে ঘর গড়ি।

যে আমার নিত্য খেলার ধন,

তা'রি এই খেলার সিংহাসন,

ভাঙারে জোড়া দেবে সে

কিসের মন্তরে॥

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার

গান হচ্চে, বেশ বেশ, খুব ভালো—ওষুধের চেয়ে

ভালো। যতীন, মনটা খুসি রাখো, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। পঁচানব্বইয়ের চেয়ে কম বাঁচা একটা মস্ত অপরাধ। ফাঁসির যোগ্য।

যতীন

মন আমার খুব খুসি আছে। জানেন ডাক্তার বাবু, এতদিন পরে আমার বাড়ি-তৈরি শেষ হ'য়ে গেল। সব আমার নিজেরই প্ল্যান।

ডাক্তার

এই তো চাই। নিজের তৈরি বাড়িতে নিজে বাস ক'রলে, তবে সেটা মাফসই হয়। আসলে পৈতৃক বাড়িও ভাড়াটে বাড়ি, নিজের নয়। তোমার বাবা আমার ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড্‌ ছিল; প্রাণটা ছাড়া পূর্ব্বপুরুষের ব'লে কোনো বালাই কেদারের ছিল না। নিজের যা-কিছু নিজেই দেখতে দেখতে গ'ড়ে তুললে। সে কি কম আনন্দ? তা'র শ্বশুর তা'র বিবাহে নারাজ ছিলেন ব'লে শ্বশুরের সম্পত্তি রাগ ক'রে নিলেই না। তুমিও নিজের বাসা নিজে বেঁধে তুললে, সেও খুসির কথা বই কি।

যতীন

ভারি খুসিতে আছি।

ডাক্তার

বেশ, বেশ। এবার গৃহপ্রবেশ হোক। আমাদের খাওয়াও, অমন শুয়ে প'ড়ে থাকলে তো হবে না।

যতীন

আমার আজ মনে হচ্চে, গৃহপ্রবেশ হবে। একবার পাঁজিটা দেখে নেবো। যেদিন প্রথম শুভদিন হবে সেই দিনই—

ডাক্তার

বেশ, বেশ। পাঁজি নয় বাবা, সব মনের উপর নির্ভর করে। মন যখনই শুভদিন ঠিক ক'রে দেয়, তখনি শুভ দিন আসে।

যতীন

মন আমার ব'লচে, শুভদিন এলো। তাই তো হিমিকে ডেকে গান শুনচি। গৃহপ্রবেশের সানাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরম্ভ ক'রেছে।

ডাক্তার

বাজুক। ততক্ষণ নাড়িটা দেখি, বুকটা পরীক্ষা ক'রে নিই। সন্দেশ মেঠাই ফরমাস দেবার আগে এইসব বাজে উৎপাতগুলো চুকিয়ে নেওয়া যাক্। কি বলো, বাবা?

যতীন

নাড়ী যাই হোক না কেন, তাতে কী আসে যায়?

ডাক্তার

কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। মন ভোলাবার জন্যে ওগুলো করতে হয়। আমরা তো ধন্বন্তরির মুখোসটা পরে রুগীর বুকে পিঠে পেটে পকেটে ক'ষে হাত বুলোই, যম ব'সে ব'সে

হাসে। স্বয়ং ডাক্তার ছাড়া যমের গাম্ভীর্য্য কেউ টলাতে পারে না। হিমি, মা, তুমি পাশের ঘরে যাও, গিয়ে গান করো, পাখীর মতো গান করো। আমি একটা বই লিখ্‌তে ব'সেছি, তাতে বুঝিয়ে দেবো, গানের ঢেউ এলে বাতাস থেকে ব্যামো কিরকম ভেসে যায়। ব্যামোগুলো সব বেসুর কিনা—ওরা সব বেতালা বেতালের দল; শরীরের তাল কাটিয়ে দেয়। যা মা, বেশ-একটু গলা তুলে গান করিস।

হিমি

কোন্‌টা গাবো দাদা ?

যতীন

সেই নতুন বিয়ের গানটা।

ডাক্তাব

হাঁ, হাঁ, সে ঠিক হবে। আজ একটা লগ্ন আছে বটে। পথে তিনটে বিয়ের দল পার হ'য়ে আসতে হ'লো। তাই তো দেরি হ'য়ে গেল।

পাশের ঘরে আসিয়া হিমির গান

বাজোরে বাঁশরি বাজো।
সুন্দরি, চন্দনমাল্যে
মঙ্গল সন্ধ্যায় সাজো।

আজি মধু ফাল্গুন মাসে,
চঞ্চল পান্থ কি আসে ?
মধুকর-পদভর-কম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটেনি কি আজো ?
রক্তিম অংশুক মাথে
কিংশুক কঙ্কণ হাতে,—
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত পায়ে,
সৌরভ-সিঞ্চিত বায়ে,
বন্দন-সঙ্গীত-গুঞ্জন-মুখরিত
নন্দন-কুঞ্জে বিরাজো।

পাশের ঘরে ; ডাক্তার ও মাসি

ডাক্তার

যেটা সত্যি সেটা জানা ভালোই। যে দুঃখ পেতেই হবে সেটা স্বীকার করাই চাই, ভুলিয়ে দুঃখ বাঁচাতে গেলে দুঃখ বাড়িয়েই তোলা হয়।

মাসি

ডাক্তার, এত কথা কেন ব'ল্‌চো ?

ডাক্তার

আমি ব'লচি আপনাকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

মাসি

ডাক্তার, তুমি কি আমাকে কেবল ঐ দুটো মুখের কথা ব'লেই প্রস্তুত ক'রবে ভাব্‌চ? আমার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন থেকে ভগবান স্বয়ং আমাকে প্রস্তুত ক'রচেন—যেমন ক'রে পাঁজা পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করে। আমার সর্ব্বনাশের গোড়া বাঁধা হ'য়েছে অনেক দিন, এখন কেবল সব শেষের টুকুই বাকি আছে। বিধাতা আমাকে যা-কিছু বলবার খুবই পষ্ট ক'রে ব'লেচেন, তুমি আমাকে ঘুরিয়ে ব'ল্‌চো কেন?

ডাক্তার

যতীনের আর আশা নেই, আর অল্প কয়দিন মাত্র।

মাসি

জেনে রাখলুম। সেই শেষ ক'দিনের সংসারের কাজ চুকিয়ে দিই—তা'র পরে ঠাকুর যদি দয়া করেন ছুটির দিনে তাঁর নিজের কাজে ভর্ত্তি ক'রে নেবেন।

ডাক্তার

ওষুধ কিছু বদল ক'রে দেওয়া গেল। এখন সর্ব্বদা ওর মনটাকে প্রফুল্ল রাখা চাই। মনের চেয়ে ডাক্তার নেই।

মাসি

মন! হায়রে! তা আমি যা পারি তা করব।

ডাক্তার

আপনার বউমাকে প্রায় মাঝে মাঝে রোগীর কাছে যেতে দেবেন। আমার মনে হয়, যেন আপনারা ওঁকে একটু বেশি ঠেকিয়ে রাখেন।

মাসি

হাজার হোক, ছেলেমানুষ, রুগীর সেবার চাপ কি সইতে পারে?

ডাক্তার

তা বললে চলবে না। আপনিও ওঁর পরে একটু অন্যায় করেন। দেখেছি বৌমার খুব মনের জোর আছে। এত বড়ো ভাবনা মাথার উপরে ঝুলচে কিন্তু ভেঙে পড়েননি তো।

মাসি

তবু ভিতরে ভিতরে তো একটা—

ডাক্তার

আমরা ডাক্তার, রোগীর দুঃখটাই জানি, নীরোগীর দুঃখ ভাববার জিনিষ নয়। বউমাকে বরঞ্চ আমার কাছে ডেকে দিন, আমি নিজে তাঁকে ব'লে দিয়ে যাচ্চি।

মাসি

না, না, তা'র দরকার নেই—সে আমি তাকে—

ডাক্তার

দেখুন, আমাদের ব্যবসায়ে মানুষের চরিত্র অনেকটা

বুঝে নেবার অনেক সুবিধা আছে। এটা জেনেছি যে, বউয়ের উপরে শাশুড়ির যে-একটা স্বাভাবিক রীষ থাকে, ঘোর বিপদের দিনেও সে যেন মরতে চায় না। বউ ছেলের সেবা ক'রে তা'র মন পাবে, এ আর কিছুতেই—

মাসি

কথাটা মিথ্যে নয়, তা রীষ থাকতেও পারে। মনের মধ্যে কত পাপ লুকিয়ে থাকে, অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানে?

ডাক্তার

শুধু বোনপো কেন? বউয়ের প্রতিও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। নিজের মন দিয়েই ভেবে দেখুন না, তা'র মনটা কিরকম হচ্চে। বেচারা নিশ্চয়ই ঘরে আসবার জন্যে ছটফট ক'রে সারা হ'লো!

মাসি

বিবেচনা শক্তি কম, অতটা ভেবে দেখিনি তো।

ডাক্তার

দেখুন, আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, উচিত কথা বলতে আমার মুখে বাধে না। কিছু মনে করবেন না।

মাসি

মনে করব কেন, ডাক্তার। অন্যায় কোথাও থাকে যদি, নিন্দে না হ'লে তা'র শোধন হবে কি ক'রে?

তা তোমার কথা মনে রইল, কোনো ত্রুটি হবে না।

[ডাক্তারের প্রস্থান

মাসি

হিমি, কী করছিস ?

হিমি

দাদার জন্যে দুধ গরম করচি।

মাসি

আচ্ছা দুধ আমি গরম করব। তুই যা, যতীনকে একটু গান শোনাগে যা। তোর গান শুনতে শুনতে ওর চোখে তবু একটু ঘুম আসে।

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী

দিদি, যতীন কেমন আছে আজ ?

মাসি

ভালো নেই, স্বরো।

প্রতিবেশিনী

আমার কথা শোনো, দিদি। একবার আমাদের জগু ডাক্তারকে দেখাও দেখি। আমার নাৎনী নাক ফুলে ব্যথা হয়ে যায় আর কি! শেষকালে জগু ডাক্তার এসে তা'র ডান নাকের ভিতর থেকে এত বড়ো একটা কাঁচের

পুঁতি বের ক'রে দিলে। ওর ভারি হাতযশ। আমার ছেলে তা'র ঠিকানা জানে।

মাসি

আচ্ছা, বোলো ঠিকানাটা পাঠিয়ে দিতে।

প্রতিবেশিনী

সেদিন তোমাদের বউকে আলিপুরে জ-ন্তে দেখলুম যে।

মাসি

ও জন্তুজানোয়ার ভারি ভালো'বাসে, প্রায় সেখানে যায়।—

প্রতিবেশিনী

জন্তু ভালোবাসে ব'লে কি স্বামীকে ভালোবাসতে নেই?

মাসি

কে বললে, ভালোবাসে না? ছেলেমানুষ, দিনরাত রুগীর কাছে থাকলে বাঁচবে কেন? আমরাই তো ওকে জোর ক'রে—

প্রতিবেশিনী

তা যাই বলো, পাড়াসুদ্ধ মেয়েরা সবাই কিন্তু ওর কথা—

মাসি

পাড়ার মেয়েরা তো ওকে বিয়ে করেনি, সুরো। আমার যতীন ওকে বোঝে, সে তো কোনোদিন—

প্রতিবেশিনী

তা দিদি, সে কিছু বলে না ব'লেই কি—

মাসি

শুধু বলে না? ও যে কখনো জাদুঘরে কখনো বা বাঘভাল্লুক দেখতে যায়, এতেই তা'র আনন্দ।

প্রতিবেশিনী

বলো কি, দিদি? সেবাটা কি তা'র চেয়ে—

মাসি

ও তো বলে, মণির পক্ষে এইটেই সেবা। যতীন নিজে বিছানায় বদ্ধ থাকে, মণি ঘুরে বেড়িয়ে এলে সেইটেতেই যতীন যেন ছুটি পায়। রুগীর পক্ষে সে কি কম?

প্রতিবেশিনী

কি জানি, ভাই, আমরা সেকেলে মানুষ, ওসব বুঝ্‌তে পারিনে। তা যা হোক, আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো, দিদি। সে জগু ডাক্তারের ঠিকানা জানে। একবার তা'কে ডেকে দেখাতে দোষ কি? [প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন

এই যে, হিমি এসেছিস! আঃ বাঁচলুম! সেই ফোটোটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনে, তুই একবার দেখ্‌ না বোন।

হিমি

কোন্ ফোটো দাদা ?

যতীন

সেই যে বোটানিকেল গার্ডেনে মণির সঙ্গে গাছতলায় আমার যে ছবি তোলা হ'য়েছিল।

হিমি

সেটা তো তোমার আলবামে ছিল।

যতীন।

এই যে খানিক আগে আলবাম্ থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার মধ্যেই কোথাও আছে,—কিম্বা নীচে প'ড়ে গেছে।

হিমি

এই যে, দাদা, বালিশের নীচে।

যতীন

মনে হয় যেন আর জন্মের কথা। সেই নীম গাছের তলা। মণি প'রেছিল কুসুমি-রঙের সাড়ি। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে নীচু ক'রে বাঁধা। মনে আছে হিমি, কোথা থেকে একটা বউ-কথা-কও ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে,—সে কী হাওয়া, আর ঝাউ গাছের ডালে ডালে কী ঝরঝরানি শব্দ। মণি ঝাউয়ের ফলগুলো কুড়িয়ে তা'র ছাল ছাড়িয়ে শুঁকছিল—বলে, আমার এই গন্ধ খুব ভালো লাগে। তা'র যে কী ভালো

লাগে না, তা জানিনে। তারি ভালো লাগার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীটা আমি অনেক ভোগ ক'রেছি। সেদিন যেটা গেয়েছিলি, সেই গানটি গা তো, হিমি। লক্ষ্মী মেয়ে। মনে আছে তো?

হিমি

হাঁ, মনে আছে।

(গান)

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল,
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল॥
সরম-রক্তরাগে
তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধ-কেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়ন-জল॥
ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ—
সবেদন পরশন॥
শঙ্কিত চিত্ত মোর
পাছে ভাঙে বৃন্তডোর,
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখি করে ছল ছল॥

যতীন

সেদিন গাছের তলা কথা ক'য়ে উঠেছিল। আজ এই দেয়ালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী একেবারে চুপ। ঐ দেয়ালগুলো তা'র ফ্যাকাসে ঠোঁটের মতো। হিমি, আলোটা আর একটু কম ক'রে দে। এ পারে গাছে গাছে কত রকমের সবুজের উচ্ছ্বাস আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, আর ওপারে কলের চিম্‌নি থেকে ধোঁয়াগুলো পাক দিয়ে আকাশে উঠচে, তারো কি সুন্দব রং, আর কি সুন্দর ডৌল! সবই ভালো লাগছিলো। আর তোদের সেই কুকুরটা—জলে মণি বার বার গোলা ফেলে দিচ্ছিল, আর সে সাঁতার দিয়ে—

হিমি

দাদা, তুমি কিন্তু আর কথা কোয়ো না।

যতীন

আচ্ছা, কবো না; আমি চোখ বুজে শুন্‌বো, সেই ঝাউ গাছের ঝরঝর শব্দ। কিন্তু হিমি, তুই আজ গাইলি, ও যেন ঠিক তেমন—কে জানে! আর-একটু অন্ধকার হ'য়ে আসুক, আপনা আপনি শুন্‌তে পাবো, "ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ।" আচ্ছা, তুই যা। ছবিটা কোথায় রাখলুম?

হিমি

এই যে!

[প্রস্থান

পাশের ঘরে মাসি ও অখিল

অখিল

কেন ডেকে পাঠিয়েছো, কাকী ?

মাসি

বাবা, তুই তো উকীল, তোকে একটা কিছু ক'রে দিতেই হচ্চে।

অখিল

তারা তো আর সবুর করতে পারচে না—ডিক্রি ক'রেছে, এখন জারি করবার জন্যে—

মাসি

বেশি দিন সবুর ক'রতে হবে না। তারা তো তোরই মক্কেল। একটু বুঝিয়ে বলিস, ডাক্তার ব'লেছে—

অখিল

ডাক্তার আরো একবার ব'লেছিলো কিনা, এবার তারা বিশ্বাস করতে চাচ্চে না। বাড়ি বন্ধক রেখে বাড়ি তৈরি করা, যতীনের এ কিরকম বুদ্ধি হ'লো।

মাসি

ওর দোষ নেই, দোষ নেই, ওর বুদ্ধির জায়গায় মণি ব'সেচে শনি হ'ল। ভেবেছিলো ওর মণিকে, ওর ঐ আলেয়ার আলোকে, ইঁটের বেড়া দিয়ে ধ'রে রাখবে।

অখিল

ওর তো নগদ টাকা কিছু ছিল।

মাসি

সমস্তই পাটের ব্যবসায় ফেলেচে।

অখিল

যতীনের পাটের ব্যবসা! কলম দিয়ে লাঙল চাষ। হাস্‌বো, না কাঁদ্‌বো?

মাসি

অসাধ্যরকম খরচ ক'রতে ব'সেছিলো, ভেবেছিলো পাট বেচাকেনা ক'রে তাড়াতাড়ি মুনফা হবে। আকাশ থেকে মাছি কেমন ক'রে ঘায়ের খবর পায়, সর্ব্বনাশের একটু গন্ধ পেলেই কোথা থেকে সব কুমন্ত্রী এসে জোটে।

অখিল

সর্ব্বনাশ! এখন বাজার এমন, যে, ক্ষেতের পাট চাষাদের কাটবার খরচ পোষাচ্চে না।

মাসি

থাক্, থাক্, আর বলিসনে। ভাববারও আর দরকার নেই—দিন ফুরিয়ে এলো।

অখিল

কাকী, পাওনাদার বোধ হয় ওর পাটের ব্যবসার খবর পেয়েচে—বুঝেছে অনেক শকুনি জ'মবে, তাই তাড়াতাড়ি নিজের পাওনা আদায় করবার জোগাড় ক'রচে।

মাসি

ওরে অখিল, এ ক'টা দিন সবুর ক'রতে বল্—যমদূতের সঙ্গে আদালতের পেয়াদা যেন পাল্লা দিতে না আসে। না হয় নিয়ে চল্ আমাকে তোর মক্কেলের কাছে। আমি বামুনের মেয়ে তা'র পায়ে মাথা খুঁড়ে আসিগে।

অখিল

আচ্ছা, তাদের সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে দেখি, যদি দরকার হয় তোমাকে হয়তো যেতে হবে। একবার যতীনের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

মাসি

না, তোকে দেখলেই ওর ব্যবসার কথা মনে প'ড়ে যাবে।

অখিল

আচ্ছা, ও যে মণির নামে অনেক টাকা লাইফ্ ইন্‌স্যোর ক'রেছিলো, তার কি হ'লো?

মাসি

সে আমি যেমন ক'রে হোক টিঁকিয়ে রেখেছি। আমার যা-কিছু ছিল তাতেই তো গেলো, আর এই ডাক্তার খরচে। যতীনকে তো বাঁচাতে পারবো না, যতীনের এই দানটিকে বাঁচাতে পারলুম, আমার মনে এই সুখ থাকবে। মনে তো আছে, মাঝে মাঝে ইন্‌স্যোরের মাশুল যখন

তাকে জোগাতে হ'তো তখন সে কী হাঙ্গামা! দোহাই অখিল, তোর মক্কেলকে ব'লে—

অখিল

দেখ মাসি, আমি সত্যি কথা বলি, ওর পরে আমার একটুও দয়া হয় না। এত বড়ো বাদসাই বোকামি—

মাসি

কিন্তু ওর পরে ভগবানের দয়া কত একবার দেখ্। সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও এই বাড়িটি তৈরি ক'রতে ব'সেছিলো, শেষ হ'লো না বটে, কিন্তু ওর খেলার সাথী ভাঙা খেল্না কুড়িয়ে নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্চেন। আর কোন্ খেলায় নিমন্ত্রণ প'ড়েছে কে জানে!

অখিল

কাকী, আমাদেব আইনেব বইয়ে ভাগ্যে তোমাদের এই খেলার কথাটা কোথাও লেখেনি। তাই অন্ন ক'বে জুটো খেতে পাচ্চি। নইলে ঐরকমই খেয়ালের হাওয়ায় একেবারে দেউলের ঘাটে গিয়ে মরতুম।

[প্রস্থান

মণির প্রবেশ

মাসি

বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু খবর এসেছে নাকি? তোমার জ্যাঠতত ভাই অনাথকে দেখলুম।

মণি

হাঁ, মা ব'লে পাঠিয়েছেন আসচে শুক্রবারে আমার ছোটো বোনের অন্নপ্রাশন। তাই ভাবচি—

মাসি

বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিয়ে দাও, তোমার মা খুসি হবেন।

মণি

ভাবচি আমি যাবো। আমার ছোটো বোনকে তো দেখিনি, দেখতে ইচ্ছে করে।

মাসি

ও মা, সে কি কথা! যতীনকে একলা ফেলে যাবে?

মণি

ফিরতে আমার খুব বেশি দেরি হবে না।

মাসি

খুব বেশি দেরি হবে কি না, তা কে ব'লতে পারে, মা! সময় কি আমাদের হাতে? চোখের একপলকে দেরি হ'য়ে যায়।

মণি

তিন ভাইয়ের পরে বড়ো আদরের মেয়ে, ধুম ক'রে অন্নপ্রাশন হবে। আমি না গেলে মা ভারি—

মাসি

তোমার মায়ের ভাব, বাছা, বুঝ্‌তে পারিনে—কান্নার

সাত সমুদ্রে ঘেরা যাদের প্রাণ, তোমার মাও তো সেই মায়েরই জাত, তবু তিনি মানুষের এত বড়ো ব্যথা বোঝেন না, ঘন ঘন কেবলি তোমাকে ডেকে ডেকে নিয়ে যান্—

মণি

দেখো মাসি, তুমি আমার মাকে খোঁটা দিয়ে কথা কোয়ো না ব'লচি। তবু যদি আপন শাশুড়ি হ'তে, তা হ'লেও নয় সহ্য ক'রতুম, কিন্তু—

মাসি

আচ্ছা মণি, অপরাধ হ'য়েছে, আমাকে মাপ করো। আমি শাশুড়ি হ'য়ে তোমাকে কিছু ব'লচিনে, আমি এক-জন সামান্য মেয়েমানুষের মতোই মিনতি ক'রচি—যতীনের এইসময়ে তুমি যেয়ো না। যদি যাও, তোমার বাবা রাগ ক'রবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি।

মণি

তা জানি, তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে, মাসি। এই কথা বোলো যে, আমি গেলে বিশেষ কোনো—

মাসি

তুমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই, সে কি আমি জানিনে? কিন্তু তোমার বাপকে যদি লিখ্‌তে হয়, আমার মনে যা আছে খুলেই লিখ্‌বো।

মণি

আচ্ছা বেশ, তোমাকে লিখতে হবে না। আমি ওঁকে গিয়ে ব'ললেই উনি—

মাসি

দেখ বউ, অনেক সয়েছি—কিন্তু এই নিয়ে যদি তুমি যতীনের কাছে যাও কিছুতেই সইব না।

মণি

আচ্ছা, থাক্ তোমাদের চিঠি। বাপের বাড়ি যাবো তা'র এত হাঙ্গামা কিসের? উনি যখন জর্ম্মনিতে প'ড়তে যেতে চেয়েছিলেন তখনি ত পাসপোর্টের দরকার হ'য়েছিলো। আমার বাপের বাড়ি জর্ম্মনি নাকি?

মাসি

আচ্ছা, আচ্ছা, অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। ঐ বুঝি আমাকে ডাকচে! যাই যতীন। কি জানি, শুনতে পেয়েছে কি না?

[প্রস্থান

যতীনের ঘরে

মাসি

আমাকে ডাকছিলে, যতীন?

যতীন

হাঁ, মাসি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, উপায় নেই, আমি

তো বন্দী; অসুখের জাল দিয়ে জড়ানো, দেয়াল দিয়ে ঘেরা—সঙ্গে সঙ্গে মণিকে কেন এমন বেঁধে রাখি?

মাসি

কি যে বলিস, যতীন, তা'র ঠিক নেই। তোর সঙ্গে যে ওর জীবন বাঁধা, তুই খালাস দিতে চাইলেই কি ওর বাঁধন খসবে?

যতীন

একদিন ছিল যখন স্ত্রী সহমরণে যেত, সে অন্যায় তো এখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু মণির আজ এ যে পলে পলে সহমরণ, বেঁচে থেকে সহমরণ। মনে ক'রে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—এর থেকে ওকে দাও মুক্তি, মাসি, দাও মুক্তি!

মাসি

আজ এমন কথা হঠাৎ কেন ব'লচিস, যতীন? স্বপ্নের ঘোরে এককথা আর হ'য়ে তোর কানে পৌঁছেছিল নাকি?

যতীন

না, না, অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবছিলুম, ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ, নদীতে জোয়ার, দূরে বউকথা-কও পাখীর ডাক।—মনে প'ড়ছিলো, মণির সেই কুসুমি-রঙের সাড়ি, আর কুকুরের সঙ্গে খেলা, আর বিনাকারণে হাসি। ওর দুরন্ত প্রাণ, এই মরা দেওয়ালগুলোর মধ্যে কেন? দাও ছুটি ওকে। কত দিন এ বাড়িতে ওর হাসিই শুনতে

পাইনি। ওর স্রোতে নবীন জোয়ার, সে কি ঐসব ওষুধের শিশি আর রুগীর পথ্যের বাঁধ বেঁধে আটুকে দেবে? আমার মনে হচ্চে, অন্যায়—ভাবি অন্যায়।

মাসি

কিচ্ছু অন্যায় না, একটুও অন্যায় না। যার প্রাণ আছে, সেই তো প্রাণ দিতে পারে। বর্ষণ তো ভরা মেঘের। উঠে বসিসনে যতীন, শো—অমন ছট্‌ফট্‌ ক'রতে নেই। কোথায় মণিকে পাঠাতে চাস, বল্‌, আমি বুঝ্‌তে পারচিনে।

যতীন

না হয় মণিকে ওর বাপের বাড়ি—ভুলে যাচ্চি ওর বাবা এখন কোথায়—

মাসি

সীতারামপুরে।

যতীন

হাঁ সীতারামপুরে। সে খোলা জায়গা, সেখানে ওকে পাঠিয়ে দাও।

মাসি

শোনো একবার। এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে বাপের বাড়ি যেতে চাইবেই বা কেন?

যতীন

ডাক্তার কি ব'লেচে, সেকথা কি সে—

মাসি

তা সে নাই জানলে। চোখে তো দেখতে পাচ্চে। সেদিন বাপের বাড়ি যাবার কথা যেম্‌নি একটু ইসারায় বলা, অম্‌নি বউ কেঁদে অস্থির।

যতীন

সত্যি মাসি, বউ কাঁদ্‌লে? সত্যি? তুমি দেখেছো?

মাসি

যতীন, উঠিসনে উঠিসনে, শো। ঐ যাঃ, ভাঁড়াব ঘর বন্ধ ক'রতে ভুলে গেছি—এখনি ঘবে কুকুব ঢুক্‌বে। আমি যাই, তুমি একটু ঘুমোও, যতীন।

যতীন

আমি এইবার ঠিক ঘুমোবো, তুমি ভেবো না। কেবল একটা কথা—গৃহপ্রবেশের শুভদিন ঠিক ক'রে দাও।

মাসি

কী ব'লছিস যতীন, তোর এ অবস্থায়—

যতীন

তোমরা বিশ্বাস ক'রতে পারো না—আমার মন ব'লচে গৃহপ্রবেশের দিন এলো ব'লে। আমি যেতে পারবো, নিশ্চয় যেতে পারবো। এই বেলা থেকে সব প্রস্তুত করোগে। তখন যেন আবার দেরি না হয়।

মাসি

তা হবে, হবে, কিছু ভাবিসনে।

যতীন

মণিকেও এই বেলা ব'লে রাখো। তারো তো কাজ আছে।

মাসি

আছে বই কি, যতীন, আছে।

যতীন

তুমি আমাদের দু'জনকে বরণ ক'রে নেবে। আচ্ছা মাসি, আমার একটা প্রশ্ন মনে আসে, ভয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারিনে। তুমি ব'লতে পারো, পাটের বাজার কি এর মধ্যে চ'ড়েচে?

মাসি

ঠিক তো জানিনে। অখিল কী যেন ব'লছিলো।

যতীন

কী, কী, কী ব'লছিলো? তোমাকে ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু একথা নিশ্চয়, যদি বাজার না চ'ড়ে থাকে তা হ'লে—

মাসি

কি আর হবে!

যতীন

তা হ'লে আমার এ বাড়ি—এক মুহূর্ত্তে হ'য়ে যাবে মরীচিকা। ঐ যে, ঐ যে, আমাদের আড়তের গোমস্তা। নরহরি, নরহরি—

মাসি

যতীন, চেঁচিয়ো না, মাথা খাও, স্থির হ'য়ে শোও। আমি যাচ্চি, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে আসচি।

যতীন

আমার ভয় হ'চ্চে, যেন—মাসি, যদি বাজার খারাপই হয়, তুমি অখিলকে ব'লে কোনোরকম ক'রে—

মাসি

আচ্ছা, অখিলের সঙ্গে কথা কবো। তুই এখন—

যতীন

জানো মাসি, আমি যে টাকা ধার নিয়েছিলুম, সে অখিলেরই টাকা, অন্যের নাম ক'রে—

মাসি

আমিও তাই আন্দাজ ক'রেচি।

যতীন

কিন্তু দেখ, নরহরিকে তুমি আমার কাছে আসতে দিয়ো না—আমার ভয় হ'চ্চে পাছে কী ব'লে বসে। আমি সইতে পার্‌বো না, তুমি ওকে অখিলের কাছে নিয়ে যাও।

মাসি

তাই যাচ্চি—

যতীন

তোমার কাছে পাঁজিটা যদি থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো তো।

মাসি

এখন পাঁজি থাক্, তুই ঘুমো।

যতীন

মণি বাপের বাড়ি যাবার কথায় কাঁদ্‌লে? আমার ভারি আশ্চর্য্য ঠেকচে।

মাসি

এতই বা আশ্চর্য্য কিসের?

যতীন

ও যে সেই অমরাবতীর উর্ব্বশী যেখানে মৃত্যুর ছায়া নেই—ওকে তোমরা ক'রে তুলতে চাও প্রাইভেট হাঁসপাতালের নার্স?

মাসি

যতীন, ওকে কি তুই কেবল ছবির মতোই দেখবি? দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবার?

যতীন

তাতে দোষ কি? ছবি পৃথিবীতে বড়ো দুর্লভ। দেখার জিনিষকে দেখতে পাবার সৌভাগ্য কি কম? তা হোক, তুমি বলছিলে মণি কেঁদেছিলো? লক্ষ্মীর আসন পদ্ম, সেও দীর্ঘ নিশ্বাস ফে'লে সুগন্ধে বাতাসকে কাঁদিয়ে দেয়?

মাসি

মেয়েমানুষ যদি সেবা ক'রতে না পারলে তা হ'লে—

যতীন

সাজাহানের ঘরে ঘরকরনা করবার লোক ঢের ছিল —তাদের সকলের মধ্যে কেবল একজনকে তিনি দেখেছিলেন যার কিছুই করবার দরকার ছিল না। নইলে তাজমহল তাঁর মনে আসত না। তাজ-মহলেরও কোনো দরকার নেই। মাসি, আমি সেরে উঠ্‌লেই আবার এই বাড়িটি নিয়ে প'ড়্‌বো। যত দিন বেঁচে থাকি, এই বাড়িটিকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলাই আমার একমাত্র কাজ হবে, আমার এই মণি-সৌধ। বিধাতার স্বপ্নকে যে আমি চোখে দেখলুম, আমার স্বপ্নকে সাজিয়ে তুলে কেবল সেই খবরটি রেখে যেতে চাই। মাসি, তুমি হয়তো আমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারুচ না।

মাসি

তা সত্যি ব'লচি, বাবা,—তোদের এ পুরুষমানুষের কথা, আমি ঠিক বুঝিনে।

যতীন

এ জানালাটা আরেকটু খুলে দাও। (মাসি জানালা খুলিয়া দিলেন) ঐ দেখো, ঐ দেখো, অনাদি অন্ধকারের সমস্ত চোখের জলের ফোঁটা তারা হ'য়ে রইলো।—হিমি কোথায়, মাসি? সে কি ঘুমোতে গেছে?

মাসি

না, এখনো বেশি রাত হয়নি। ও হিমি, শুনে যা।

হিমির প্রবেশ

যতীন

আমাকে গাইতে বারণ ক'রেছে ব'লেই বারে বারে তোকে ডাকতে হয়, কিছু মনে ক'রিসনে বোন।

হিমি

না দাদা, তুমি তো জানো, আমার গাইতে কত ভালো লাগে। কোন্ গানটা শুনতে চাও, বলো।

যতীন

সেই যে—"আমার মন চেয়ে রয়।"

(হিমির গান)

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হ'য়ে মরে না ঘুরি'।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজ্‌লো বাঁশুরী,
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে,
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধ'রতে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হ'য়ে রই, করিনে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী॥

যতীন

মাসি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে ক'রে এসেছো, মণির মন চঞ্চল—আমাদের ঘরে ওর মন বসেনি—কিন্তু দেখো—

মাসি

না, বাবা, ভুল বুঝেছিলুম, সময় হ'লেই মানুষকে চেনা যায়।

যতীন

তুমি মনে ক'রেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারিনি, তাই তা'র উপরে রাগ ক'রতে। কিন্তু সুখ জিনিষটি ঐ তারাগুলির মতো, অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি? আমার যা পাবার তা পেয়েছি, কিছু বলবার নেই। কিন্তু মাসি, ওর তো অল্প বয়েস, ও কী নিয়ে থাকবে?

মাসি

অল্প বয়েস কিসের? আমরাও তো, বাছা, ঐ বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে অন্তরের দিকে টেনে নিয়েছি। তাতে ক্ষতি হ'য়েছে কী? তাও বলি, সুখেরই বা এত বেশি দরকার কিসের?

যতীন

যখন থেকে শুনেছি, মণি কেঁদেছে, তখন থেকেই

বুঝেছি, ওর মন জেগেছে। ওকে একবার ডেকে দাও, মাসি। দুপুর বেলা একবাব এসেছিলো। তখন দিনের প্রখব আলো,—দেখে হঠাৎ মনে হ'লো, ওর মধ্যে ছায়া একটুও কোথাও নেই। একবার এই সন্ধ্যের অন্ধকারে দেখতে দাও, হয়তো ওর ভিতরের সেই চোখের জলটুকু দেখতে পাবো।

মাসি

তোমার কাছে ওর ভালোবাসা ঘোমটা খুল্‌তে এখনো লজ্জা পায়, তাই ওব যত কান্না সবই আড়ালে।

যতীন

আচ্ছা, থাক্, থাক্, না হয় আড়ালেই থাক্। কিন্তু সেই আড়ালের খববটি, মাসি, তুমি আমাকে দিয়ে যেয়ো। কেননা, যখন তা'র আড়ালটি স'রে যাবে, তখন হয়তো— আজ কিন্তু সন্ধ্যে বেলায় আমি তা'র সঙ্গে বিশেষ ক'রে একটু কথা বলতে চাই।

মাসি

কী তোর এমন বিশেষ কথা আছে বল্ তো?

যতীন

আমার মণি-সৌধ তৈরি শেষ হ'য়ে গেল, সেই খবরটা আপন মুখে তাকে দিতে চাই। গৃহপ্রবেশ আমার নয়, গৃহপ্রবেশ তাকেই ক'রতে হবে—তা'র জন্যেই আমার এই সৃষ্টি, আমার এই ইটকাঠের বীণায় গান।

মাসি

সে বুঝি জানে না ?

যতীন

তবু নিবেদন ক'রে দিতে হবে। হিমিকে ব'ল্‌বো, দরজার বাইরে থেকে ঐ গানটা গাইবে—

মোর জীবনের দান,

করো গ্রহণ করার পরম মূল্যে চরম মহীয়ান্।

যাও মাসি, তুমি ডেকে দাও। মাসি, ঐ দেখো, নরহরি বুঝি আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসচে—আমার পাটের আড়তের গোমস্তা—ওকে আজ এখানে আসতে দিয়ো না। না, না, না, আমি কিছুই শুন্‌তে চাইনে। ওর খবর যাই থাক্ না, সে আমি পরে বুঝ্‌বো।

[মাসির প্রস্থান

যতীন

হিমি, শোন্ শোন্।

হিমির প্রবেশ

তোকে একটা গান শুনিয়ে দিই। এটা তোকে শিখ্‌তে হবে।

হিমি

না, দাদা, তুমি গেয়ো না, ডাক্তার বারণ করে।

যতীন

আমি গুনগুন ক'রে গাবো। অনেক দিন পরে আমাদের কিনু বাউলের সেই গানটা আমার মনে প'ড়েছে।

(গান)

ওরে মন যখন জাগ্‌লি নারে
তখন মনের মানুষ এলো দ্বারে ॥
তা'র চ'লে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্‌লরে ঘুম,
ও তোর ভাঙ্‌লরে ঘুম অন্ধকারে ॥
তা'র ফিরে যাওয়ার হাওয়াখানা
বুকের মাঝে দিলো হানা,
ওরে সেই হাওয়া তোর প্রাণের ভিতর
তুলবে তুফান হাহাকারে ॥

তোর মাসির কাছে শুনে বুঝেছি, হিমি, মণির মন জেগেছে। তুই হয়তো আমার কথা বুঝ্‌তে পারচিসনে। আচ্ছা থাক্‌ সে। এ বাড়ির সবটা তুই দেখেছিস?

হিমি

চমৎকার হ'য়েছে।

যতীন

উপরের যে ঘরটাতে পাথর বসাতে দিয়েছিলুম—কই,

প্ল্যানটা কোথায়? এই যে, এই ঘরে—এর কড়িকাঠ ঢেকে একটা কাঠের চাঁদোয়া হ'য়েচে তো?

হিমি

হাঁ, হ'য়েচে বই কি!

যতীন

তাতে কি-রকম কাজ বল্ তো?

হিমি

চার দিকে মোটা ক'রে নীল পাড়, মাঝখানে লাল পদ্ম আর শাদা হাঁসের জমি—ঠিক যেমন তুমি ব'লে দিয়েছিলে।

যতীন

আর দেয়ালে?

হিমি

দেয়ালে বকের সার, ঝিনুক বসিয়ে আঁকা।

যতীন

আর মেঝেতে?

হিমি

মেঝেতে শঙ্খের পাড়। তা'র মাঝখানে মস্ত একটা পদ্মাসন।

যতীন

দরজার বাইরে দু'ধারে শ্বেতপাথরের দুটো কলস বসিয়েচে কি?

হিমি

হাঁ, বসিয়েচে। তা'র মধ্যে দুটো ইলেক্‌ট্রিক আলোর শিশি বসানো—কি সুন্দর!

যতীন

জানিস, সে ঘরটার কি নাম?

হিমি

জানি, মণি-মন্দির।

যতীন

সেদিন অখিল তোর মাসির কাছে এসেছিলো। কি ব'লছিলো, কিছু শুনেচিস কি? এই বাড়িটার কথা?

হিমি

তিনি ব'লছিলেন, কল্‌কাতায় এমন সুন্দর বাড়ি আর নেই।

যতীন

না, না, সেকথা না। অখিল কি এ বাড়ির—থাক্, কাজ নেই। মাসি ব'লছিলেন, আজ দুপুর-বেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হ'য়েছিলো, সেটা নাকি মণির তৈরি—ভারি সুন্দর স্বাদ। তুই কি—

হিমি

সে আমি বলতে পারিনে।

যতীন

ছি ছি বোন, তোর বৌদিদির সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত তোর ভালো ব'নলো না, এটা আমার—

হিমি

ননদ যে আমি—তাই হয়তো,—

যতীন

তুই বুঝি শাস্ত্র মিলিয়ে ভাব করিস রাগ করিস ?

হিমি

হাঁ দাদা, সেই যে হিন্দী গানে আছে, "ননদিয়া রহি জাগি"—

যতীন

তুই বুঝি সেটাকে একটু ব'দ্‌লে নিয়ে ক'রেছিস্ "ননদিয়া রহি রাগি।"

হিমি

হাঁ দাদা, স্বরে খারাপ শুন্‌তে হয় না। (গাহিয়া) "ননদিয়া রহি রাগি"—

যতীন

কিন্তু বেসুর ক'রিসনে বোন।

হিমি

সে কি হয় ? তোমার কাছেই তো সুর শেখা।

যতীন

ঐরে, আজই যতসব কাজের লোকের ভিড় দেখচি। নরেন খাঁর লোক দেউড়ির কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে। হিমি এক কাজ কর্ তো—কোনোরকম ক'রে আভাসে খবর নিতে পারিস, এখনকার বাজারে—না, না, থাক্‌গে। ঐ দরজাটা বন্ধ ক'রে দে।

পাশের ঘরে

মাসি

এ কি, বউ ! কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

মণি

সীতারামপুরে যাবো।

মাসি

সে কি কথা ? কার সঙ্গে যাবে ?

মণি

অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।

মাসি

লক্ষ্মী, মা আমার, যেয়ো তুমি যেয়ো—তোমাকে বারণ ক'র্‌বো না। কিন্তু আজ না।

মণি

টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ্‌ হ'য়ে গেছে। মা খরচ পাঠিয়েচেন।

মাসি

তা হোক্‌, ও লোকসান গায়ে সইবে। না হয় তুমি কাল ভোরের গাড়িতেই যেয়ো। আজ রাত্তিরটা—

মণি

মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানিনে। আজ গেলে দোষ কি ?

মাসি

যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তা'র একটু বিশেষ কথা আছে।

মণি

বেশ তো, এখনো দশ মিনিট সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আসচি।

মাসি

না তুমি ব'লতে পারবে না যে, যাচ্চো।

মণি

তা ব'ল্‌বো না, কিন্তু দেরি ক'রতে পার্‌বো না। কালই অন্নপ্রাশন, আজ না গেলে চ'লবেই না।

মাসি

জোড় হাত ক'রচি বউ, আমার কথা একদিনের মতো রাখো। মন একটু শান্ত ক'রে যতীনের কাছে বসো। তাড়াতাড়ি কোরো না।

মণি

তা কি ক'র্‌বো বলো? গাড়ি তো ব'সে থাকবে না। অনাথ চ'লে গেছে। এখনি সে এসে আমায় নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসিগে।

মাসি

না, তবে থাক্, তুমি যাও। এমন ক'রে তা'র কাছে যেতে দেবো না। ওরে অভাগিনী, যতদিন বেঁচে থাকবি এদিনের কথা তোকে চিরকাল মনে রাখতে হবে।

মণি

মাসি, আমাকে অমন ক'রে শাপ দিয়ো না ব'লচি।

মাসি

ওরে বাপরে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! দুঃখের যে শেষ নেই, আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।

[মণির প্রস্থান

শৈলের প্রবেশ

শৈল

মাসি, তোমাদের বউয়ের ব্যাভারখানা কীরকম বলো তো? কি কাণ্ড! স্বামীর এ অবস্থায় কোন্ বিবেচনায় বাপের বাড়ী চ'ল্‌লো।

মাসি

ঐটুকু তো মেয়ে, মনে হয় যেন ননী দিয়ে তৈরি, কিন্তু কী পাথরে গড়া ওর প্রাণ?

শৈল

ওকে তো অনেক দিন থেকে দেখ্‌চি, কিন্তু এতটা যে পারে তা জানতুম না। এদিকে দেখো কুকুর বেড়াল বাঁদর ময়ুর জন্তুজানোয়ার কত পুষেছে তা'র ঠিক নেই, তাদের কিছু হ'লেই অনর্থপাত ক'রে দেয়, অথচ স্বামীর উপরে—ওকে বুঝ্‌তে পারলুম না।

মাসি

যতীন ওকে মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝেছিলো। একদিন দেখেছি যতীন মাথা ধ'রে বিছানায় প'ড়ে, মণি দল বেঁধে থিয়েটরে চ'লেচে। থাকতে না পেরে আমি যতীনকে পাখার বাতাস করতে গেলুম। ও আমার হাত থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে। ওরে বাস্‌রে, কী ব্যথা! সেসব দিনের কথা মনে করলে আমার বুক ফেটে যায়।

শৈল

তাও বলি মাসি, অম্‌নি পাথরের মতো মেয়ে না হ'লেও পুরুষদেব উড়ো মন চাপা দিয়ে রাখতে পারে না। যতই নরম হবে, ততই ওরা ফসকে যাবে।

মাসি

কি জানি শৈল, ঐটেই হয়তো মানুষের ধর্ম্ম। বাঁধনের মধ্যে কিছু একটু শক্ত জিনিষ না থাকলে সেটা বাঁধনই হয় না, তা কী পুরুষের কী মেয়ের। ভালোবাসার মালায় ফুল থাকে পারিজাতের, কিন্তু তা'র সুতোটি থাকে বজ্রের।

শৈল

এখনো যদি গাড়িতে না উঠে থাকে তা হ'লে ওকে একটু বুঝিয়ে দেখিগে।

[প্রস্থান

প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী

ঠান্‌দি! ওমা, এ কী কাণ্ড! তোমার বউ নাকি বাপের বাড়ী চল্‌লো?

মাসি

তা কী হ'য়েছে। তা নিয়ে তোমাদের অত ভাবনা কেন?

প্রতিবেশিনী

তা তো বটেই, আমাদের কী বলো? যতীন-বাবুকে পাড়ার লোক সবাই ভালোবাসে সেইজন্যেই—

মাসি

হাঁ, সেইজন্যেই যতীন যাকে ভালোবাসে তোমরা সক্কলে মিলে তা'র—

প্রতিবেশিনী

তা বেশ ঠান্‌দিদি, মণি খুবই ভালো কাজ করেছে। অত ভালো খুব কম মেয়েতেই করতে পারে।

মাসি

স্বামীর ইচ্ছা মেনে যে স্ত্রী চলে তাকেই তো তোমরা ভালো বলো। মণি আমাদের সেই স্ত্রী।

প্রতিবেশিনী

হাঁ, সে তো দেখতে পাচ্চি!

মাসি

মণি, ছেলেমানুষ রুগীর কাছে বন্ধ হয়ে আছে, তাই দেখে যতীন কিছুতে সুস্থির হ'তে পারছিলো না। শেষ-কালে ডাক্তার বাবুর মত নিয়ে তবে তো ও—তা থাক্‌গে। তোমরা যত পারো পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে ক'রে বেড়াওগে। যতীনের কানের কাছে আর চেঁচামেচি কোরো না।

প্রতিবেশিনী

বাস্‌রে। মণি যে কোন্ দুঃখে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যায় সে বোঝা য'চ্চে।

[প্রস্থান

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার

ব্যাপারখানা কি? দরজার কাছে এসে দেখি বাক্সো তোরঙ্গ গাড়ির মাথায় চাপিয়ে বউমা তা'র ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় চল্‌লো। আমাকে দেখে একটুও সবুর করলে না। রোগীর অবস্থার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করা, তাও না। ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছেন বুঝি? (মাসি নিরুত্তর) দেখুন রোগীর এই অবস্থায় অন্তত এই কিছুদিনের জন্যে বউয়ের সঙ্গে আপনার শাশুড়ি-গিরি না হয় বন্ধই রাখতেন।

মাসি

পারি কই, ডাক্তার? স্বভাব ম'লেও যায় না। একসঙ্গে ঘরে থাকতে গেলেই দুটো বকাবকি হয় বই কি।

ডাক্তার

তা বউ-যে গাড়ি ডাকিয়ে এনে চ'লে গেল, আপনি একটু নিবারণ করলেই তো হ'তো। (মাসি নিরুত্তর) কি জানি, বোধ করি গেল ব'লেই আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্টই বলচি, এম্‌নি ক'রে বউকে নির্ব্বাসনে দিয়ে আপনি প্রতিমুহূর্ত্তে যে যতীনের আশা ভঙ্গ ক'রচেন তাতে তা'র কেবলি প্রাণ-হানি হচ্চে। রুগীর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সব আগে, সেইজন্যেই আমাকে এমন পষ্ট কথা বল্‌তে হ'লো, নইলে আপনাদের শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে কথা কবার অধিকার আমার নেই।

মাসি

যদি দোষ ক'রে থাকি, তা নিয়ে তর্ক ক'রে তো কোনো ফল নেই। আমি-যে নিজেকে খাটো ক'রে বউকে ফিরে আসতে চিঠি লিখ্‌বো, সে প্রাণ ধ'রে পার্‌বো না, তা তুমি আমাকে গালই দাও আর যাই করো। এখন তুমি এক কাজ করতে পারো ডাক্তার।

ডাক্তার

কি, বলো।

মাসি

সীতারামপুরে বউয়ের বাবাকে একখানা চিঠি লিখে দাও। তাতে লিখো যতীনের কি অবস্থা। বউমার বাবাকে আমি যতদূর জানি তাতে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস তিনি সেচিঠি পেলেই বউমাকে নিয়ে এখানে আসবেন।

ডাক্তার

আচ্ছা, লিখে দিচ্চি। কিন্তু বউমা-যে বাপের বাড়ি চ'লে গেছেন, এ খবর যেন কোনো মতেই যতীন জানতে না পায়। আমি আপনাকে ব'লেই রাখচি। এ খবরের উপরে আমার কোনো ওষুধই খাটবে না। হিমি, মা, তুমি যে ঐখানে ব'সে আছ, এক কাজ করো; ও যে-গানটা ভালোবাসে, সেইটে ওর দরজার কাছে ব'সে গাও। ও যেন বউমার খবর জিজ্ঞাসা করবার সময় একটুও না পায়। শুন্‌চো, মা? এখন কান্নার সময় নয়। কান্না পরে হবে। এখন গান। তোমাকে বলেচি কি?—একটা বই লিখচি, তাতে দেখিয়ে দেবো, গানের ভাইব্রেশন আর রোগের বীজের চাল একেবারে উল্টো। নোবেল প্রাইজের জোগাড় ক'রচি আর কি, বুঝেচ?

[প্রস্থান

(হিমির গান)

ঐ মরণের সাগর-পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপন-রূপে ॥
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে ;
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

আজ কি দেখি কালোচুলের আঁধার ঢালা,
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভ'রে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে।
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধরূপে ;
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

(নেপথ্যে চাহিয়া) যাচ্ছি, দাদা, ভিতরেই যাচ্ছি।

অখিলের প্রবেশ

অখিল

কেন ডেকেছো, কাকী ?

মাসি

তোকে ডেকে পাঠাবার জন্যে কাল থেকে যতীন

আমাকে বারবার অনুরোধ করচে। আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

অখিল

ওর সেই বাড়িবন্ধকের ব্যাপার নিয়ে?

মাসি

সে কথাটা ওর মনের মধ্যে খুবই আছে, কিন্তু সেটা ও জিজ্ঞাসা করতে চায় না। যতবারই ও-ভাবনাটা ধাক্কা দিচ্চে ততবারই তাকে সরিয়ে সরিয়ে রাখচে। সেকথা তুমি ওর কাছে কোনোমতেই পেড়ো না।—ওও পাড়বে না।

অখিল

তবে আমাকে কিসের দরকার পড়লো?

মাসি

উইল করবার জন্যে।

অখিল

উইল? অবাক করলে।

মাসি

জানি, কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু মাথার দিব্যি দিচ্চি, এই কথাটি তোমাকে রাখতেই হবে। ও যাকে যা-কিছু দিতে বলে, সম্ভব হোক অসম্ভব হোক, সমস্তই তোমার ঠিক ঠিক লিখে নেওয়া চাই। হেসো না, প্রতিবাদ কোরো না। তা'র পরে সে উইলের যা দশা হবে তা জানি।

অখিল

জানি বই কি। জর্জ্ দি ফিফ্থের সমস্ত সাম্রাজ্যই আমি যতীনকে দিয়ে উইল করিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে পারি। আমার বিশ্বাস সম্রাট বাহাদুর undue influenceএর অভিযোগ তুলে আদালতে নালিশ রুজু ক'রবেন না। কিন্তু দেখ, কাকী, এইবার তোমার সঙ্গে এই বাড়ির কথাটা ব'লে নিই। আমার মক্কেল—

মাসি

অখিল, এখন দুটো সত্যি কথা কওয়াই যাক্। ঘরে-বাইরে কেবলি মিথ্যে ব'লে ব'লে দম বন্ধ হ'য়ে এলো। এখন শোনো, তোমার মক্কেল তুমি নিজেই—একথা গোড়া থেকেই জানি।

অখিল

সে কি কথা, কাকী?

মাসি

থাক্, ভোলাবার কোনো দরকার নেই। ভালোই ক'রেচ। জানি, আমার সম্পত্তিতে তোমাদেরই অধিকার ব'লে তোমরা বরাবরই তা'র পরে দৃষ্টিপাত ক'রেচ—

অখিল

ছি ছি এমন কথা—

মাসি

তাতে দোষ কি ছিল, বলো। তোমরা আমার ছেলেবই

মতো তো বটে। তোমাদেরই সব দিতুম। কিন্তু আমরা দুইবোন ছিলুম। বাবা দিদির উপরে রাগ ক'রে একলা আমাকেই তাঁর সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। সে রাগ প'ড়ে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হ'লো। স্বর্গে আছেন তিনি; আজ তাঁর সে রাগ নেই। সেইজন্যেই বাবার সম্পত্তি তাঁরই দৌহিত্রের ভোগে ঢেলে দিয়েছি। লক্ষ্মীর কৃপায় তোমাদের তো কোনো অভাব নেই।

অখিল

তা নিয়ে তোমাকে কি কোনো কথা ব'লেচি কোনো দিন?

মাসি

বুদ্ধি থাকলে কথা বলবার তো দরকার হয় না। বাড়ি-তৈরিব নেশায় যতীনকে ধ'রলে। সে-নেশার ভিতরে যে কত অসহ্য দুঃখ তা তোরা পাকা-বুদ্ধি আইনওয়ালারা বুঝবিনে। আমি মেয়েমানুষ, ওর মাসি, আমার বুক ফাট্‌তে লাগলো। ধার পাবো কোথায়? তোরই কাছে যেতে হ'লো। তুই এক ফাঁকা মক্কেল খাড়া ক'রে—

হিমির প্রবেশ

হিমি

মাসি, বামুন-ঠাকরুণ এসেচেন।

মাসি

লক্ষ্মী মেয়ে, তুই তাঁকে একটু ব'সতে বল্, আমি এখনি আসচি।

[হিমির প্রস্থান

অখিল

কাকী, তোমার এই বোনঝির কত বয়স হবে?

মাসি

সতেরো সবে পেরিয়েচে। এই বছরেই আই-এ দেবে।

অখিল

গলাটি ভারি মিষ্টি, বাইরে থেকে ওঁর গান শুনেচি।

মাসি

ওরা দুই ভাইবোনে একই জাতের। দাদা বাড়ি ক'রচেন, ইনি গান ক'রচেন, দুটোতেই একই সুরের খেলা।

অখিল

বিয়ের সম্বন্ধ—

মাসি

না, ওর দাদার অসুখ হ'য়ে অবধি সেকথা কাউকে মুখে আনতে দেয় না—পড়াশুনো সব ছেড়ে এইখানেই প'ড়ে আছে।

অখিল

কিন্তু ভালো পাত্র খুঁজে দিতে পারি কাকী, যদি কখনো—

মাসি

যেমন তুই মক্কেল খুঁজে দিয়েছিলি সেইরকমই, না?

অখিল

না কাকী, ঠাট্টা না। আমি ভাবচি, ওঁকে যদি একটা হার্মোনিয়ম পাঠিয়ে দিই, তাতে কি তোমাদের—

মাসি

কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ও তো হার্মোনিয়ম ভালোবাসে না।

অখিল

গানের সঙ্গে?

মাসি

গানের সঙ্গে এস্‌রাজ বাজায়।

অখিল

আচ্ছা তা হ'লে এস্‌রাজই না হয়—

মাসি

ওর তো আছে এস্‌রাজ।

অখিল

না হয় আরো একটা হ'লো। সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলাকেই তো বলে শ্রীবৃদ্ধি।

মাসি

আচ্ছা দিস এস্‌রাজ। এখন আমার কথাটা শোন্‌। এতকাল তোর সেই মক্কেলকে সুদ দিয়ে এসেচি আমারই পৈতৃক গয়না বেচে। মাঝে মাঝে মক্কেল যখনি তিন দিনের মধ্যে শোধ নেবার কড়া দাবি ক'রে চিঠি দিয়েচে, তখনই সুদ চড়িয়ে চড়িয়ে আজ আমার আর কিছু নেই। কাজেই কাকীর সম্পত্তি দেওরপোর সিন্ধুকেই গেছে। প্রেতলোকে আমার শ্বশুরের তৃপ্তি হ'য়েছে—কিন্তু আমার বাবা, যতীনের মা—পরলোকে তাঁদের যদি চোখের জল পড়ে—

হিমির প্রবেশ

হিমি

দাদা তোমাকে বারবার ডাকচেন, মাসি। ছট্‌ফট্‌ ক'রচেন আর কেবলি বউদিদির কথা জিজ্ঞাসা ক'রচেন। তা'র জবাব কিছুতে আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আমার গলা আট্‌কে যায়। (দুই হাতে মুখ চাপিয়া কান্না)

মাসি

কাঁদিসনে, মা, কাঁদিসনে। আমি যতীনের কাছে যাচ্ছি।

অখিল

কাকী, আমি যদি কিছু করতে পারি, বলো, আমি না হয় যতীনের কাছে গিয়ে—

মাসি

হাঁ, যতীনের কাছে যেতে হবে। তা'র সেই উইলটা।

[প্রস্থান

রোগীর ঘরে

যতীন

মণি এলো না? এত দেরি করলে যে?

মাসি

সে এক কাণ্ড! গিয়ে দেখি তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। বড়োমানুষের ঘরের মেয়ে, দুধ খেতেই জানে, জ্বাল দিতে শেখেনি। তোমার কাজ করতে প্রাণ চায় ব'লেই করা। অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। একটু ঘুমোক্।

যতীন

মাসি!

মাসি

কী, বাবা?

যতীন

বুঝ্‌তে পারচি, দিন শেষ হ'য়ে এলো। কিন্তু কোনো খেদ নেই। আমার জন্যে শোক কোরো না।

মাসি

না বাবা, শোক করবার পালা আমার ফুরিয়েছে। ভগবান আমাকে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েচেন যে, বেঁচে থাকাই যে ভালো আর মরাই যে মন্দ, তা নয়।

যতীন

মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্চে। আজ আমি ওপারের ঘাটের থেকে সানাই শুন্‌তে পাচ্চি। হিমি, হিমি কোথায়?

মাসি

ঐ যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

হিমি

কেন দাদা, কী চাই?

যতীন

লক্ষ্মী বোন আমার, তুই অমন আড়ালে আড়ালে কাঁদিসনে—তোর চোখের জলের শব্দ আমি যেন বুকের মধ্যে শুন্‌তে পাই। দেখি তোর হাতটা। আমি খুব ভালো আছি। ঐ গানটা গা তো ভাই। "যদি হ'লো যাবার ক্ষণ"—

(হিমির গান)

যদি হ'লো যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন ॥
বারে বারে যেথায় আপন গানে
স্বপন ভাসাই দূরের পানে,
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—
সে মোর শূন্য বাতায়ন ॥
বনের প্রান্তে ঐ মালতীর লতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা !
ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখী
স্মরণখানি আনবে না কি ?
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন,
আমাদের বিরহ মিলন ।

মাসি

হিমি, বোতলে গরম জল ভ'রে আন্। পায়ে দিতে হবে।

[হিমির প্রস্থান

যতীন

কষ্ট হচ্চে মাসি, কিন্তু যত কষ্ট মনে করচ, তা'র কিছুই নয়। আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমেই যেন বিচ্ছেদ

হ'য়ে আসচে। বোঝাই নৌকোর মতো জীবন-জাহাজের সঙ্গে সে ছিল বাঁধা,—আজ বাঁধন কাটা পড়েছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর লেগে নেই। এ তিন দিন মণিকে দিনে রাতে একবারো দেখিনি।

মাসি

বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিয়ে আস্‌চে।

যতীন

আমার উইলটা কাল লেখা হয়ে গেচে—সে কি আমি তোমাকে দেখিয়েচি? ঠিক মনে পড়চে না।

মাসি

আমার দেখবার দরকার নেই যতীন।

যতীন

মা যখন মারা যান, আমার তো কিছুই ছিল না। তোমার খেয়ে তোমার হাতেই আমি মানুষ। তাই বলছিলুম—

মাসি

সে আবার কী কথা? আমার তো কেবল এই এক-খানা বাড়ি আর সামান্য কিছু সম্পত্তি ছিল। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।

যতীন

কিন্তু এই বাড়িটা—

মাসি

কিসের বাড়ি আমার? কত দালান তুমি বাড়িয়েচ, আমার যেটুকু সে তো আর খুঁজেই পাওয়া যায় না।

যতীন

মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব—

মাসি

সে কি জানিনে, যতীন? তুই এখন ঘুমো।

যতীন

আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারি রইলো। ও তো কখনো তোমাকে অমান্য করবে না।

মাসি

সেজন্যে অত ভাব্‌চ কেন, বাছা?

যতীন

তোমার আশীর্ব্বাদই আমার সব। তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনো দিন মনে কোরো না—

মাসি

ওকি কথা, যতীন? তোমার জিনিষ তুমি মণিকে দিয়েচ ব'লে আমি মনে করব—এম্‌নি পোড়া মন?

যতীন

কিন্তু তোমাকেও আমি—

মাসি

দেথ্ যতীন, এইবার রাগ কর্‌ব। তুই চ'লে যাবি, আর টাকা দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে যাবি?

যতীন

মাসি, টাকার চেয়ে যদি আরো বড়ো কিছু তোমাকে—

মাসি

দিয়েছিস, যতীন, ঢের দিয়েছিস। আমার শূন্য ঘর ভ'রে ছিলি, এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্যি। এতদিন তো বুক ভ'রে পেয়েচি, আজ আমার পাওনা যদি ফুরিয়ে থাকে তো নালিশ কর্‌ব না। দাও,—লিখে দাও বাড়ি-ঘর, জিনিষপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমুলুক—যা আছে মণির নামে সব লিখে দাও—এসব বোঝা আমার সইবে না।

যতীন

তোমার ভোগে রুচি নেই, কিন্তু মণির বয়স অল্প, তাই—

মাসি

ওকথা বলিসনে,—ধন-সম্পদ দিতে চাস দে, কিন্তু ভোগ করা—

যতীন

কেন ভোগ করবে না, মাসি?

মাসি

না গো না, পারবে না, পারবে না, আমি বলচি, ওর

মুখে রুচবে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাবে—কিছুতে কোনো রস পাবে না।

যতীন

(চুপ করিয়া থাকিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া) দেবার মতন জিনিষ তো কিছুই—

মাসি

কম কি দিয়ে যাচ্চ? ঘরবাড়ি টাকাকড়ির ছল ক'রে যা দিয়ে গেলে তা'র মূল্য ও কি কোনো দিনই বুঝ্‌বে না?

যতীন

মণি কাল কি এসেছিলো? আমার মনে পড়চে না।

মাসি

এসেছিলো। তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। শিয়রের কাছে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে—

যতীন

আশ্চর্য্য! আমি ঠিক সেই সময়ে স্বপ্ন দেখছিলুম, যেন মণি আমার ঘরে আসতে চাচ্চে—দরজা অল্প একটু ফাঁক হ'য়েচে—ঠেলাঠেলি করচে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুলচে না। কিন্তু মাসি, তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করচ। ওকে দেখতে দাও যে, সন্ধ্যেবেলাকার আলোর মতো কেমন অতি সহজে আমার ধীরে ধীরে—

মাসি

বাবা, তোমার পায়ের উপর এই পশমের শালটা টেনে দিই—পায়ের তেলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

যতীন

না মাসি, গায়ে কিছু দিতে ভালো লাগচে না।

মাসি

জানিস যতীন, এ শালটা মণির তৈরি—এতদিন রাত জেগে জেগে তোমার জন্যে তৈরি ক'রছিলো। কাল শেষ করেচে।

(যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মাসি তা'র পায়ের উপর টানিয়া দিলেন।)

যতীন

আমার মনে হচ্চে যেন ওটা হিমি সেলাই ক'রছিলো। মণি তো সেলাই ভালোবাসে না—ও কি পারে ?

মাসি

ভালোবাসার জোরে মেয়ে মানুষ শেখে। হিমি ওকে দেখিয়ে দিয়েছে বই কি। ওর মধ্যে ভুল সেলাই অনেক আছে—

যতীন

হিমি, তুই পাখা রাখ্ ভাই। আয় আমার কাছে বোস্। আজই পাঁজি দেখে তোকে ব'লে দেবো, কবে গৃহপ্রবেশের লগ্ন আসবে।

হিমি

থাক্ দাদা, ওসব কথা—

যতীন

আমি উপস্থিত থাকতে পার্‌ব না—সেই মনে ক'রে বুঝি—আমি থাক্‌ব বোন, সেদিন এ বাড়ির হাওয়ায় হাওয়ায় আমি থাক্‌ব—তোরা বুঝ্‌তে পার্‌বি। যে গানটা গাবি সে আমি ঠিক ক'রে রেখেচি—সেই অগ্নি-শিখা,—একবার শুনিয়ে দে,—

(হিমির গান)

অগ্নিশিখা, এস, এস,
আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে শূন্য ঘরে পুণ্য দীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা,
আনো নিত্য ভালো॥
এস শুভ লগ্ন বেয়ে
এস হে কল্যাণী।
আনো শুভ সুপ্তি, আনো
জাগরণখানি।

দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে,
উৎসব আকাশে তব
শুভ্র হাসি ঢালো ॥

গানে কোন্ উৎসবের কথাটা আছে জানিস, হিমি?

হিমি

জানিনে।

যতীন

আহা, আন্দাজ কর্ না।

হিমি

আমি আন্দাজ করতে পারিনে।

যতীন

আমি পারি। যেদিন তোর বিয়ে হবে সেদিন উৎসবের ভোর বেলা থেকে—

হিমি

থাক্, দাদা, থাক্।

যতীন

আমি যেন তা'র বাঁশি শুনতে পাচ্চি, ভৈরবীতে বাজচে। আমি লিখে দিয়েছি, তোর বিয়ের খরচের জন্যে—

হিমি

দাদা, তবে আমি যাই।

যতীন

না, না, বোস্। কিন্তু গৃহপ্রবেশের দিন আমার হ'য়েই তোকে সব সাজাতে হবে, মনে রাখিস, শাদা পদ্ম যত পাওয়া যায়—ঘরে যে আসন তৈরি হবে তা'র উপরে আমার বিয়ের সেই লাল বেনারসী চাদরটা—

শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করচেন, তাঁকে কি আজ রাত্রে থাকতে হবে?

মাসি

হাঁ, থাকতে হবে।

[শম্ভুর প্রস্থান

যতীন

কিন্তু আজ ঘুমের ওষুধ না। তাতে আমার ঘুমও যায় ঘুলিয়ে, জাগাও যায় ঘুলিয়ে। বৈশাখ দ্বাদশীর রাত্রে আমাদের বিয়ে হ'য়েছিল, মাসি। কাল সেই তিথি। মণিকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই। দুমিনিটের জন্যে ডেকে দাও। চুপ ক'রে রইলে যে? আমার মন তাকে কিছু বলতে চাচ্চে ব'লেই এই দু'রাত আমার ঘুম

হয়নি। আর দেরি নয়, এর পরে আর সময় পাবো না। না, মাসি, তোমার ঐ কান্না আমি সইতে পাবিনে। এতদিন তো বেশ শান্ত ছিলে। আজ কেন—

মাসি

ওরে যতীন, ভেবেছিলুম আমাব সব কান্না ফুরিয়ে গেচে—আজ আর পারচিনে।

যতীন

হিমি তাড়াতাড়ি চ'লে গেল কেন?

মাসি

বিশ্রাম কবতে গেল। একটু পরেই আবার আসবে।

যতীন

মণিকে ডেকে দাও।

মাসি

যাচ্চি বাবা, শম্ভু দরজার কাছে র'ইলো। যদি কিছু দবকাব হয় ওকে ডেকো।

[প্রস্থান

(অখিলের প্রবেশ। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হিমি উঠিয়া দাঁড়াইল)

হিমি

মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল

দরকাব নেই। তেমন জরুরি কিছু নয়।

হিমি

দাদার ঘরে কি যাবেন?

অখিল

না, এইখান থেকেই খবর নিয়ে যাবো। যতীন কেমন আছে?

হিমি

ডাক্তার বলেন, আজ অবস্থা ভালো নয়।

অখিল

ক'দিন থেকে তোমরা দিনরাত্রিই খাটুচ। আমি এলুম তোমাদের একটু জিরোতে দেবার জন্যে। বোধ হয় রোগীর সেবা আমিও কিছু কিছু—

হিমি

না সে হ'তেই পারে না। আমি কিচ্ছু শ্রান্ত হইনি।

অখিল

আচ্ছা, না হয় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করি।

হিমি

এসব কাজ—

অখিল

জানি, ওকালতির চেয়ে অনেক বেশি শক্ত।

হিমি

না,আমি তা বলচিনে।

অখিল

না, সত্যি কথা। আমাকে যদি বার্লি তৈরি ক'রতে হয়, আমি হয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো।

হিমি

কী ব'ল্‌চেন আপনি!

অখিল

একটুও বাড়িয়ে ব'লচিনে। ঘরে আগুন লাগানো আমাদের অভ্যেস। বুঝ্‌তে পার্‌চ না?—দেখ না কেন, তুমি তো যতীনের জন্যে বার্লি তৈরি ক'র্‌চ, আমি হয়তো এমন-কিছু তৈরি ক'রে ব'সে আছি যেটা রোগীর পথ্য নয়, অরোগীর পক্ষেও গুরুপাক। তুমি বোসো, দুটো কথা তোমার সঙ্গে ক'য়ে নিই।

হিমি

এখন কিন্তু গল্প করবার মতো—

অখিল

রামো! গল্প করতে পারলে আমাদের ব্যবসা ছেড়ে দিতুম, দ্বিতীয় বঙ্কিম চাটুজ্জে হয়ে উঠতুম। হাস্‌চ কি? আমাদের অনেক কথাই বানাতে হয়, একটুও ভালো লাগে না, গল্প বানাতে পারলে এ ব্যবসা ছেড়ে দিতুম। তুমি বোধ হয় গল্প লেখা সুরু ক'রেচ?

হিমি

না।

অখিল

নাটক তৈরি—

হিমি

না, আমার ওসব আসে না।

অখিল

কি ক'রে জানলে ?

হিমি

ভাষায় কুলোয় না।

অখিল

নাটক তৈরি ক'রতে ভাষার দরকার হয় না। খাতা-পত্র কিছুই চাইনে। হয়তো এখনি তোমার নাটক সুরু হ'য়েছে বা, কে বলতে পারে ?

হিমি

আমি যাই, মাসিকে ডেকে দিই।

অখিল

না, দরকার হবে না। আমি বাজে কথা বন্ধ করলুম, কাজের কথাই পাড়বো। ভেবেছিলুম যতীনকেই বল্‌বো। কিন্তু তার শরীর যেরকম এখন—

হিমি

. তাঁর ব্যবসার কোনো গুজব আমার কানে উঠেচে কি না, এ-কথা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হয়তো—

অখিল

আমি জানি, ব্যবসা গেছে তলিয়ে—

হিমি

পায়ে পড়ি তাঁকে এখবর দেবেন না। আর যাই হোক তাঁর এই বাড়িটা তো—

অখিল

যতীন বাড়ির কথা বলে নাকি ?

হিমি

কেবল ঐ কথাই ব'ল্‌চেন। একদিন ধুম ক'রে গৃহ-প্রবেশ হবে, তা'রই প্ল্যান্—

অখিল

গৃহপ্রবেশের আয়োজন তো হয়েচে—

হিমি

আপনি কি ক'রে জানলেন ?

অখিল

আমার আপিস থেকেই হয়েচে—পেয়াদারা বেশভূষা ক'রে প্রায় তৈরি—

হিমি

দেখুন অখিল বাবু, এ হাসির কথা নয়—

অখিল

সে কি আর আমি জানিনে ? তোমার কাছে লুকিয়ে কি হবে। এ বাড়িটা দেনায়—

হিমি

না, না, না—সে হ'তেই পারবে না—অখিল বাবু দয়া করবেন—

অখিল

কিন্তু এত ভাব্‌চ কেন? তুমি তো সব জানোই। তোমাদের দাদা তো আর বেশি দিন—

হিমি

জানি, জানি, দাদা আর থাকবেন না, সেও সহ্য হবে, কিন্তু তাঁর এই বাড়িটিও যদি যায়, তা হ'লে বুক ফেটে ম'রে যাবো। এ যে তাঁর প্রাণের চেয়ে—

অখিল

দেখ, তুমি সাহিত্যে গণিতে লজিকে ক্লাসে পূরো মার্কা পেয়ে থাকো—কিন্তু সংসার-জ্ঞানে থার্ড্‌ক্লাসেও পাস করতে পারবে না। বিষয় কর্ম্মে হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ওর নিয়ম—

হিমি

আমি জানিনে। আপনার পায়ে পড়ি, এ বাড়ি আপনাকে বাঁচাতে হবে। আপনার আপিসের—

অখিল

পেয়াদাগুলোকে সাজাতে হবে বাজনদার ক'রে, হাতে দিতে হবে বাঁশি। ল কলেজে লয়-তত্ত্বের সব অধ্যায় শিখেছি, কেবল তানলয়ের পালাটা প্র্যাক্‌টিস হয়নি। এটা হয়তো বা তোমার কাছ থেকেই—

মাসির প্রবেশ

মাসি

অখিল, কি হচ্চে? হিমি কাঁদচে কেন?

অখিল

গৃহপ্রবেশের প্ল্যানে একটু খট্‌কা বেধেছে তাই নিয়ে—

মাসি

তা ওর সঙ্গে এসব কথা কেন?

অখিল

ওর দাদা যে ওরি উপরে গৃহপ্রবেশের ভার দিয়েছে শুনচি। কাজটাতে কোনো বাধা না হয়, এইজন্যে এত লোককে ছেড়ে আমাকেই ধ'রেচে। তা তোমরা যদি সকলেই মনে করো, তা হ'লে চাই কি গৃহপ্রবেশের কাজে আমিও কোমর বেঁধে লাগতে পারি। কথাটা বুঝেছো, কাকী?

মাসি

বুঝেছি। শুধু কোমর বাঁধা নয়, বাঁধন আরো পাকা করতে চাও। এখন সে পরামর্শ করবার সময় নয়। আপাতত যতীনকে তুমি আশ্বাস দিয়ো যে তা'র বাড়িতে কারো হাত প'ড়বে না।

অখিল

বেশ তো, ব'ললেই হবে পাটের বাজার চ'ড়েছে। এখন এঁকে চোখের জলটা মুছ্‌তে বলবেন—

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার

উকীল যে! তবেই হ'য়েচে।

অখিল

দেখুন, শনি বড়ো না কলি বড়ো, তা নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ কি? বাংলা দেশে আপনাদের হাত পার হয়েও যে ক'টি লোক টিঁকে থাকে, তাদেরই সামান্য শাঁসটুকু নিয়েই আমাদের কারবার—

ডাক্তার

এ-ঘরে সে কারবার চালাবার আর বড়ো সময় নেই দেখে এসেচি।

অখিল

ভয় দেখাবেন না মশায়, মৃত্যুতেই আপনাদের ব্যবসা খতম, আমাদেরটা ভালো ক'রে জমে তা'র পর থেকে। না, না, থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক্—কাকী, এই ব'লে যাচ্চি, গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সমস্ত ভার নিতে রাজি

আছি—তা'র সঙ্গে সঙ্গে উপরি-আরো কিছু ভারও। বাইরের ঘরে থাক্‌বো, যখন দরকার হয় ডেকে পাঠিয়ো।

[প্রস্থান

ডাক্তার

এখনো বউমা এল না। আপনিও তো অনেকক্ষণ ওর ঘরে যাননি।

মাসি

মণির কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে কী জবাব দেবো ভেবে পাচ্চিনে। আর তো আমি কথা বানিয়ে উঠতে পারিনে—নিজের উপর ধিক্কার জ'ন্মে গেল। ও একটু ঘুমিয়ে প'ড়লে তা'র পরে ঘরে যাবো।

ডাক্তার

আমি বাইরে অপেক্ষা করবো। রুগী কেমন থাকে ঘণ্টাখানেক পরে খবর দেবেন। ইতিমধ্যে উকীলকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, ওদের মুখ দেখলে সহজ অবস্থাতেই নাড়ী ছাড়বো ছাড়বো করে।

[প্রস্থান

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

রোগীর ঘরে দ্বারের কাছে শম্ভু ;
প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতিবেশিনী

এই যে, শম্ভু।

শম্ভু

হাঁ, দিদি।

প্রতিবেশিনী

একবার যতীনকে দেখে যেতে চাই। মাসি নেই এই বেলা—

শম্ভু

কি হবে গিয়ে, দিদি

প্রতিবেশিনী

নাটোরের মহারাজার ওখানে একটা কাজ খালি হয়েচে। আমার ছেলের জন্যে যতীনের কাছ থেকে একখানা চিঠি লিখিয়ে—

শম্ভু

দিদি, সে কোনোমতেই হবে না। মাসি জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না।

প্রতিবেশিনী

জানবে কী ক'রে? আমি ফস ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে—

শম্ভু

মাপ করো দিদি, সে কোনোমতেই হবে না।

প্রতিবেশিনী

হবে না। তোমার মাসি মনে করেন, আমাদের ছোঁয়াচ লাগলেই তাঁর বোনপো বাঁচবে না। এদিকে নিজের কথাটা ভেবে দেখেন না। স্বামীটিকে খেয়েছেন, একটিমাত্র মেয়ে সেও গেছে, বাপমা কাউকেই রাখলে না। এইবার বাকি আছে ঐ যতীন। ওকে শেষ ক'রে তবে উনি নড়বেন। নইলে ওঁর আর মরণ নেই। আমি ব'লে রাখলুম, শম্ভু, দেখে নিস—মাসিতে যখন ওকে পেয়েছে, যতীনের আশা নেই।

শম্ভু

ঐ আমাকে ডাকচেন। তুমি এখন যাও।

প্রতিবেশিনী

ভয় নেই, আমি চললুম।

[প্রস্থান

ঘরে শম্ভুর প্রবেশ

যতীন

(পায়ের শব্দে চম্‌কাইয়া) মণি !

শম্ভু

কর্ত্তা বাবু, আমি শম্ভু। আমাকে ডাকছিলেন ?

যতীন

একবার তোর বউঠাকরুণকে ডেকে দে।

শম্ভু

কাকে ?

যতীন

বউঠাকরুণকে।

শম্ভু

তিনি তো এখনো ফেরেননি।

যতীন

কোথায় গেছেন ?

শম্ভু

সীতারামপুরে।

যতীন

আজ গেছেন ?

শম্ভু

না, আজ তিন দিন হ'লো।

যতীন

তুই কে? আমি কি চোখে ঠিক দেখচি?

শম্ভু

আমি শম্ভু।

যতীন

ঠিক ক'রে বল্ তো, আমার তো কিছু ভুল হচ্চে না?

শম্ভু

না, বাবু।

যতীন

কোন্ ঘরে আছি আমি? এই কি সীতারামপুর?

শম্ভু

না, কল্‌কাতায় এ তো আপনার শোবার ঘর।

যতীন

মিথ্যে নয়? এসমস্তই মিথ্যে নয়?

শম্ভু

আমি মাসিমাকে ডেকে দিই।

[প্রস্থান

মাসির প্রবেশ

যতীন

আমি যে ম'রে যাইনি, তা কি ক'রে জানব, মাসি? হয়তো সবই উল্‌টে গেছে।

মাসি

ওকি বলছিস, যতীন?

যতীন

তুমি তো আমার মাসি?

মাসি

না তো কী, যতীন?

যতীন

হিমিকে ডেকে দাও না, সে আমার পাশে বসুক। সে যেন থাকে আমার কাছে। এখনি যেন কোথাও না যায়।

মাসি

আয় তো হিমি, এখানে বোস্ তো।

যতীন

ঐ বাঁশিটা থামিয়ে দাও না। ওটা কি গৃহপ্রবেশের জন্যে আনিয়েছো? ওর আর দরকার নেই।

মাসি

পাশের বাড়ীতে বিয়ে, ও বাঁশি সেইখানে বাজচে।

যতীন

বিয়ের বাঁশি? ওর মধ্যে অত কান্না কেন? বেহাগ বুঝি? তোমাকে কি আমার স্বপ্নের কথা ব'লেচি, মাসি?

মাসি

কোন্ স্বপ্ন?

যতীন

মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্যে দরজা ঠেলছিলো। কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হ'লো না। সে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। কিছুতেই ঢুকতে পারলে না। অনেক ক'রে ডাকলুম, তা'র আর গৃহপ্রবেশ হ'লো না। হ'লো না, হ'লো না, হ'লো না। (মাসি নিরুত্তর) বুঝেছি মাসি, বুঝেচি. আমি দেউলে। একেবারে দেউলে। সব দিকে। এ বাড়িটাও নেই—সব বিক্রি হ'য়ে গেছে, কেবল নিজেকে ভোলাচ্ছিলুম।

মাসি

না, যতীন, না, শপথ ক'রে ব'লচি তোর বাড়ি ঠিক আছে—অখিল এসেছে, যদি বলিস তা'কে ডেকে দিই।

যতীন

বাড়িটা তবে আছে? সে তো অপেক্ষা ক'রতে পারবে,

আমার মতো সে তো ছায়া নয়। বৎসরের পর বৎসর সে দরজা খুলে থাক্ না দাঁড়িয়ে। কি বলো মাসি?

মাসি

থাকবে বই কি যতীন, তোর ভালোবাসায় ভরা হয়ে থাকবে।

যতীন

ভাই হিমি, তুই থাকবি আমার ঘরটিতে। একদিন হয়তো সময় হবে, যবে প্রবেশ করবে। সেদিন যে-লোকেই থাকি, আমি জানতে পারবো। হিমি, হিমি।

হিমি

কী, দাদা?

যতীন

তোর উপর ভার রইলো, বোন। মনে আছে, কোন্ গানটা গাবি?

হিমি

আছে—"অগ্নিশিখা, এসো এসো।"

যতীন

লক্ষ্মী বোন আমার, কারো উপর রাগ করিসনে। সবাইকে ক্ষমা করিস। আর আমাকে যখন মনে করবি তখন মনে করিস "আমাকে দাদা চিরদিন ভালোবাসতো, আজও ভালোবাসে।" জানো মাসি, আমার এই বাড়িতেই হিমির বিয়ে হবে। আমাদের সেই পুরোনো

দালানে, যেখানে আমার মায়ের বিয়ে হ'য়েছিলো। সে দালানে আমি একটুও হাত দিইনি।

মাসি

তাই হবে, বাবা।

যতীন

মাসি আর-জন্মে তুমি আমার মেয়ে হ'য়ে জন্মাবে, তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ ক'র্‌বো।

মাসি

বলিস কি যতীন? আবার মেয়ে হ'য়ে জন্মাবো? না হয় তোরি কোলে ছেলে হ'য়েই জন্ম হবে। সেই কামনাই কর না।

যতীন

না, ছেলে না—ছিঃ। ছোটো বেলায় যেমন ছিলে, তেম্‌নি অপরূপ সুন্দরী হ'য়ে তুমি আমার ঘরে আসবে। আমি তোমাকে সাজাবো।

মাসি

আর বকিসনে, একটু ঘুমো।

যতীন

তোমার নাম দেবো লক্ষ্মীরাণী—

মাসি

ও তো একেলে নাম হ'লো না।

যতীন

না, একেলে না। তুমি চিরদিন আমার সাবেককেলে।

সেই তোমার সুধায় ভরা সাবেককাল নিয়েই তুমি আমার ঘরে এসো।

মাসি

তোর ঘরে কন্যাদায়ের দুঃখ নিয়ে আস্‌বো, এ কামনা আমি তো করিনে।

যতীন

তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে করো, মাসি? দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাও?

মাসি

বাছা, আমার যে মেয়েমানুষের মন, আমিই দুর্ব্বল। তাই তোকে বড়ো ভয়ে ভয়ে সকল দুঃখ থেকে চিরদিন বাঁচাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার সাধ্য কী আছে? কিছুই করতে পারিনি।

যতীন

মাসি, একটা কথা গর্ব্ব ক'রে ব'লতে পারি। যা পাইনি তা নিয়ে কোনোদিন কাড়াকাড়ি করিনি। সমস্ত জীবন হাত জোড় ক'রে অপেক্ষাই ক'রলুম। মিথ্যাকে চাইনি ব'লেই এত সবুর করতে হ'লো। সত্য হয়তো এবার দয়া করবেন।—ও কে ও, মাসি, ও কে?

মাসি

কই, কেউ তো না, যতীন।

যতীন

তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসগে, আমি যেন—

মাসি

না, বাছা, কাউকে দেখছিনে।

যতীন

আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—

মাসি

কিচ্ছু না, যতীন।

ডাক্তারের প্রবেশ

যতীন

ও কে ও? কোথা থেকে আস্‌চো? কিছু খবর আছে?

মাসি

উনি ডাক্তার।

ডাক্তার

আপনি ওঁর কাছে থাকবেন না—আপনার সঙ্গে বড়ো বেশি কথা কন—

যতীন

না, মাসি, যেতে পাবে না।

মাসি

আচ্ছা, বাছা, আমি ঐ কোণটাতে গিয়ে ব'সচি।

যতীন

না, না, আমার পাশে বোসো, আমার হাত ধ'রে। ভগবান তোমার হাত থেকেই আমাকে নিজের হাতে নেবেন।

ডাক্তার

আচ্ছা, বেশ। কিন্তু কথা কবেন না। আর সেই ওষুধটা খাবার সময় হ'লো।

যতীন

সময় হ'লো? আবার ভোলাতে এসেছো? সময় পার হ'য়ে গেছে। মিথ্যে সান্ত্বনায় আমার দরকার নেই। বিদায় ক'রে দাও, সব বিদায় ক'রে দাও। মাসি, এখন আমার তুমি আছ—কোনো মিথ্যাকেই চাইনে। আয় ভাই হিমি, আমার পাশে বোস্।

ডাক্তার

এতটা উত্তেজনা ভালো হচ্চে না।

যতীন

তবে আমাকে আর উত্তেজিত কোরো না।

[ডাক্তারের প্রস্থান

ডাক্তার গেছে, এইবার আমার বিছানায় উঠে ব'সো, তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।

মাসি

শোও, বাবা, একটু ঘুমোও।

যতীন

ঘুমোতে বোলো না, এখনো আমার আর-একটু জেগে থাকবার দরকার আছে। শুন্‌তে পাচ্চ না? আসচে। এখনি আসবে। চোখের উপর কিরকম সব ঘোর হ'য়ে আসচে। গোধূলি লগ্ন, গোধূলি লগ্ন আমার। বাসর ঘরের দরজা খুল্‌বে। হিমি ততক্ষণ ঐ গানটা—"জীবন-মরণের সীমানা পারায়ে।"

(হিমির গান)

মাসি

বাবা, যতীন, একটু চেয়ে দেখ্‌। ঐ যে এসেচে।

যতীন

কে? স্বপ্ন?

মাসি

স্বপ্ন নয়, বাবা। মণি। ঐ যে তোমার শ্বশুর।

যতীন

(মণির দিকে চাহিয়া) তুমি কে?

মাসি

চিন্‌তে পার্‌চ না? ঐ তো তোমার মণি।

যতীন

দরজাটা কি সব খুলে গেছে?

মাসি

সব খুলেচে।

যতীন

কিন্তু পায়ের উপর ও শালটা নয়, ও শালটা নয়। সরিয়ে দাও, সরিয়ে দাও।

মাসি

শাল নয়, যতীন। বউ তোর পায়ের উপর প'ড়েছে। ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্ব্বাদ কর।